التذكار

স্মরণিকা

২০১১

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার
গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যের
১৯ বছর

সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার

সৃষ্টি বাংলাদেশের বুকে অন্যতম শিক্ষাসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান
এখানে দেশের ৬৪ জেলার শিক্ষার্থীরা আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করছে

সৃষ্টির সেরা সাফল্যসমূহ

এইচ.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
২৯৪ জনের জিপিএ ৫.০০ (এ+), ১০৩১ জনের এ গ্রেড

এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল
১০৮৭ জনের জিপিএ ৫.০০ (এ+), ১০ জনের বোর্ডস্ট্যান্ড
৫১৫ জনের স্টার মার্কস, ২০০৬ জনের এ গ্রেড

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল
২৬১ জনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ৫৩৩ জনের সাধারণ বৃত্তি

প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল
২১৩ জনের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি এবং ২৭৪ জনের সাধারণ বৃত্তি

ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল
ক্যাডেট কলেজে চান্স পেয়েছে ১০২ জন শিক্ষার্থী

সৃষ্টি শিক্ষা পরিবারের প্রতিষ্ঠানসমূহ

- সৃষ্টি সেন্ট্রাল কলেজ, উত্তরা, ঢাকা
- সৃষ্টি কলেজ অব টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী
- সৃষ্টি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
- সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল, টাঙ্গাইল
- সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল, উত্তরা, ঢাকা
- সৃষ্টি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
- সৃষ্টি কলেজ একাডেমি
- সৃষ্টি কোচিং সেন্টার
- সৃষ্টি ক্যাডেট কোচিং
- সৃষ্টি জুনিয়র্স, টাঙ্গাইল

শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষামন্ত্রণালয়
কর্তৃক অনুমোদিত
জাতীয় মেধা তালিকায় সাফল্য অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান

www.sristyedu.com

যোগাযোগের ঠিকানা

ঢাকা ক্যাম্পাসঃ
সেক্টর-৪, রোড-৫, বাসা-১৬, উত্তরা, ঢাকা
০২-৮৯২২৩৫৪, ০১৭১২-২৯৭২১৫, ০১৭১১-৫৭৩৮০৭

টাঙ্গাইল ক্যাম্পাসঃ
সুপারি বাগান, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল
০৯২১-৬১২৯৫, ০১৭১১-২২১৭৬৫, ০১৭১২-৫৫৬৩০০

খুলনা ক্যাম্পাসঃ
৯/এ, মজিদ সরণী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা
০১৭১২-৫৫৬৩৭৩, ০১৭১৭-০৮০৩৯০,০১১৯৯-১৩৮১৮৩

রাজশাহী ক্যাম্পাসঃ
বাসা-১৮৮, সেক্টর-২, উপশহর, রাজশাহী
০১৭১৮-৫৯১৯২০, ০১৭২১-৬৪৩২৫০, ০১৭৪৬-৯৫৩৩৫৫

সৃষ্টি মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল (প্রস্তাবিত)

সৃষ্টি ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (প্রস্তাবিত)

স্মরণিকা

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১১

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৪, নাজির বাজার লেন (মাজেদ সরদার রোড), ঢাকা-১১০০

স্মরণিকা ২০১১

প্রকাশনায়	:	জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ৪, নাজির বাজার লেন (মাজেদ সরদার রোড), ঢাকা-১১০০ ফোন : ০২-৯৫১২৪৩৪, মোবাইল : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭
প্রধান পৃষ্ঠপোষক	:	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
উপদেষ্টা পরিষদ	:	প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান প্রফেসর ড. দেওয়ান আবদুর রহীম অধ্যাপক মীর আবদুল ওয়াহ্হাব লাবীব অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী মাওলানা মনযুরে খোদা
সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি	:	মুহাম্মদ আবদুল মাতীন
সম্পাদক	:	মুহাম্মদ গোলাম রহমান
সম্পাদনা পরিষদ	:	নূরুল আবসার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মোতি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল ফারুক আহমদ
কম্পিউটার কম্পোজ	:	ইউনিক কম্পিউটার্স ৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
মুদ্রণ	:	নিহাল প্রিন্টার্স ১০৬-১০৯, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।
প্রকাশকাল	:	রজব ১৪৩২ হিজরী জুলাই ২০১১ খৃস্টাব্দ আষাঢ় ১৪১৮ বাংলা

শুভেচ্ছা মূল্য : ৬০/- (ষাট) টাকা

Smaranika 2011. A Souvenir published on the occasion of the Central Conference of the Jam'iyat Shubban Ahl-al-Hadith Bangladesh, 2011.

Edited by: Muhammad Ghulam Rahman & Published by the same from 4 No. Nazir Bazar Lane (Majed Sardar Road), Dhaka-1100, Bangladesh.

সূচিপত্র

বাণী

আলহাজ্জ এ.কে.এম. রহমতউল্লাহ এম.পি ৪
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী ৫
শাইখ আলী বিন সালেহ বামাকা ৬
মাওলানা মনযুরে খোদা ৭
মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ৮
পরিচালকের ভাষণ ৯
সম্পাদকের কলম ১২

দারসুল কুরআন

শাইখ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী ১৩

দারসুল হাদীস

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুন নূর আল-মাদানী ১৫

ভাষণ

স্বাগত ভাষণ ১৯
উদ্বোধনী ভাষণ ২৩
প্রধান অতিথির ভাষণ ২৬

প্রবন্ধ

শুব্বান... দিন বয়ে যায় – প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান ২৯
স্বনির্ভর শুব্বানে আহলে হাদীস – প্রফেসর ড. দেওয়ান আবদুর রহীম ৩৩
সুদ মানবতার জন্য অভিশাপ – সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম ৩৭
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ও শুব্বান সদস্য – ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ ইব্রাহিম ৪২
কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসরণ অপরিহার্য – আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ৫১

সংগঠন

আমাদের জীবন দর্শন ৫৯
সাংগঠনিক প্রতিবেদন ৬৪
আরবী পরিচিতি ৬৭

মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১০
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বাণী

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা পেশ করে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি। এ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে, জেনে আমি আনন্দিত।

যুবকরা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশ ও জাতির সেবার দায়িত্ব আগামীতে তাদের উপর ন্যস্ত হবে। তাই শুব্বানে আহলে হাদীস-এর যুবকদের প্রতি আমার পরামর্শ, তারা যেন সেই প্রস্তুতি এখন থেকেই গ্রহণ করে। এ জন্য তাদেরকে সঠিক ইতিহাস জানতে হবে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, দেশের মাটি-মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস না জানলে প্রকৃত সেবক ও দেশপ্রেমিক হওয়া যাবে না।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলাম শান্তি, সমৃদ্ধি ও সকল যুগের উপযোগী ধর্ম। এ ধর্মের শাশ্বত আদর্শ সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। শির্ক-বিদআত মুক্ত সমাজ গঠনে কুরআন ও সহীহ হাদীসের কথা মানুষকে শুনাতে হবে। মানুষের কাছে এ বাণী পৌঁছাতে হবে যে, ইসলাম সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নৈরাজ্য সৃষ্টি ইত্যাদির ঘোর বিরোধী। ইসলাম মধ্যমপন্থী একটি উদার ধর্ম। আমি জেনে আনন্দিত যে, শুব্বানে আহলে হাদীসের কর্মীরা সেই সুমহান কাজে নিজেদেরকে ব্রত করেছে।

আমি শুব্বানদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাদের জন্য দুআ করি এবং তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। আমীন

এ.কে.এম. রমহতুল্লাহ এম.পি
মাননীয় সংসদ সদস্য এবং
উপদেষ্টা
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ঢাকা
৩০ জুন ২০১১ ইং

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

বাণী

আল হামদুলিল্লাহ! আমি আজ আনন্দিত ও গর্বিত যে, আল্লাহর অশেষ রহমতে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর তরুণ উদ্যমী-উদীয়মানরা আরো একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছে। নিঃসন্দেহে এ আয়োজন হবে অনাগত দিনের জন্য একটি মাইলফলক। এই সম্মেলনকে স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে তারা **স্মরণিকা-২০১১** প্রকাশ করার যে সাহসী উদ্যোগ নিয়েছে তাদের এ প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই। তারা বয়সে নবীন হলেও তাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও সৃষ্টি সুখের উল্লাসকে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়ে তারা পাঁচদফা কর্মসূচি বাস্ত বায়নের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসরমান। আমার বিশ্বাস যে, তাদের মধ্য থেকেই নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সংস্কারক ও দেশসেবক আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে, যারা হবে আকীদা ও আদর্শে অবিচল এবং 'আমল ও ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত। সেই অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কর্মতৎপরতায় দেশব্যাপী সালাফী আন্দোলনের ভিত এখন আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছে। দেশের যুবক ও তরুণ প্রজন্ম শুব্বানের ছত্রছায়ায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করছে এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কর্মসূচি বাস্তবায়নে আমরাও তাদেরকে সহযোগী হিসেবে পাচ্ছি। আমিও বাস্তবতার নিরিখে শুব্বানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি, তাই আমি তাদেরকে সবসময় জমঈয়তের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় দেখতে চাই।

শুব্বানে আহলে হাদীস-এর কর্মীরা মহানবী ﷺ কর্তৃক শুভাশীষ স্নেহধন্য, সমর্থিত ও উদ্দীপ্ত। তারা সেই যুগ থেকে তাওহীদী আন্দোলনের যোগ্য উত্তরসূরী। সুতরাং একদিন তাদের হাতেই শোভা পাবে তাওহীদী আন্দোলনের ঝাণ্ডা। আমি আশাবাদি যে, সে দিনটি খুব বেশি দূরে নয়।

আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি! একদিকে দেশের সিংহভাগ যুবক ও তরুণপ্রজন্ম পশ্চিমা-নগ্ন অপসংস্কৃতি এবং মাদকতার আসক্তিতে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নিজেদেরকে প্রগতির ফেরিওয়ালা ভেবে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে, ঠিক সে সময়ই শুব্বান-তরুণরা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে, সকল সংকট ও প্রতিকূলতা পদদলিত করে ঈমানী চেতনায় সমাজ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে তাদের জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করি, তারা তাদের মেধা, শ্রম, সময়, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দিয়ে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে আর দীনে হক্কের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখছে, আল্লাহ তার উত্তম পুরস্কার দিন এবং অনাগত দিনের জন্য তাদেরকে যোগ্য নেতৃত্বের তাওফীক দান করুন। আমি তাদের সর্বাঙ্গীন সফলতা ও সুন্দর-শান্তিময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

"আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামি'উল 'আলিম ওয়াতুব 'আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্তাওয়াবুর রাহীম।" আমীন॥

ঢাকা
৩০ জুন ২০১১ ইং

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রিলিজিয়াস এটাশে
রাজকীয় সৌদি দূতাবাস, বাংলাদেশ

বাণী

كلمة فضيلة الشيخ / على بن صالح بامقا حفظه الله
الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في بنغلاديش

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد،

فيسرني أن جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش ستقيم مؤتمرها المركزي في ١و٢ يوليو ٢٠١١م لتكثير نشطاتهم الدعوية بين شباب هذا البلد، وفيما أعلم أن هذه القافلة تقوم بدعوة الشباب إلى العقيدة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة على منهج سلف هذه الأمة. فأسأل الله تعالى أن يسدد خطاهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتبه:

٢٠١١/٠٦/٣٠

(على بن صالح بامقا)

الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في

بنغلاديش

পরিচালক, শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বাণী

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম; আম্মা বা'আদ! বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ঐতিহাসিক ৮ম কেন্দ্রীয় কনফারেন্স ২০১০ এর মাধ্যমে আমার উপর শুব্বান বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। দায়িত্বপ্রাপ্তির পর থেকে আমি শুব্বানের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে তাদের কার্যক্রম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করছি। দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে তাদের প্রতি আমার বিশ্বাস, ভালোবাসা, আস্থা এবং প্রত্যাশা বেড়ে চলেছে। আমি তাদের প্রোগ্রামসমূহ এমন সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হতে দেখেছি যা সত্যিই অবাক করার মতো এবং আমার প্রত্যাশা থেকে বেশি কিছু। দিনব্যাপী বা দু'দিনব্যাপী প্রোগ্রাম বা কর্মশালাগুলোতে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। সবকিছুই যেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঠিকঠাক হচ্ছে। কোথাও কোন উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি চোখে পড়ে না। নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য, নেতা-কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক, নেতার দায়িত্বশীল মনোভাব, আত্মসমালোচনা সবকিছু মিলিয়ে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহ সৃষ্টি হয় তাদের প্রতিটি প্রোগ্রামে। তাদের প্রতি আমার যে আস্থা জন্মেছে, সেই বিশ্বাসেই বলছি যে, এ রকম ঐতিহাসিক সম্মেলনের আয়োজন তাদের জন্যই শোভনীয়। আমি তাদের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য দরবারে ইলাহী প্রার্থনা করি এবং তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করি। এ আয়োজন উপলক্ষে তারা যে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে এ জন্যও তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের খেদমত কবূল করুন। আমীন॥

আমার উপলব্ধি থেকে বলছি যে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ এখন সংকটময় সময় অতিবাহিত করছে। সে ধারাবাহিকতায় তাদের চলার পথও বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। প্রতিটি কাজ বাস্তবায়ন করতে তাদেরকে নানা প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। কিন্তু এতকিছুর পরও স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা অম্লানবদনে কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং আগামীর জমঈয়ত নিয়ে আমরা চিন্তিত নই বরং আশাবাদি যে, তারাই হবেন ভবিষ্যৎ জমঈয়তের কাণ্ডারী এবং ইনশাআল্লাহ আগামীর জমঈয়ত হবে আরো বেশি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী।

পরিশেষে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! তুমি তাদের এ আয়োজনকে সফল করো, তাদের খেদমতসমূহ কবূল করো এবং তাদেরকে ইহ-পরকালীন কল্যাণ-সমৃদ্ধি ও বিজয় দান করো। আমীন॥

ঢাকা
৩০ জুন ২০১১ ইং

মনযুরে খোদা
পরিচালক, শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

বাণী

ফালিল্লাহিল হামদ! আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১১, এ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ এবং আমাদের কর্মচঞ্চল প্রতিটি মুহূর্ত প্রভু পরওয়ারদিগার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। তাঁর অপার অনুগ্রহ ছাড়া কোন কিছুই সম্ভবপর ছিল না।

দরূদ সালাম পেশ করি নবীকুল শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি যাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে আমরা দরবারে ইলাহীতে সালেহ'র শপথে প্রতিশ্রুত।

আজ একথা অকপটে স্বীকার করছি যে, গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে কালিমার ঝাণ্ডা হাতে পথ চলা অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ। সাম্রাজ্যবাদ ও বাণিজ্যিক আগ্রাসন এবং ভোগবাদী কালচারের যাঁতাকলে মানবতা আজ নিষ্পেষিত, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম যুব-তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে যেভাবে ছিনিমিনি খেলছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও ঘরে-বাইরে শত প্রতিকূলতার দুর্গমগিরি অতিক্রম করে মনযিলে মকসুদের পানে আমরা পথ চলছি মুসাফিরবেশে। আমাদের তামান্না দয়াময় প্রভুর সান্নিধ্য।

আজ আমি মুসলিম যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানাচ্ছি, সকল অমানিশা ও নিরাশার ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলো, শরিক হও শুব্বানের তাওহীদী কাফেলায়। সোনালী ভোর তোমার অপেক্ষায় আছে। মনে রেখো, রাতের গভীরতা যত বাড়বে, সুবহি সাদিক ততই নিকটে আসবে।

এ সম্মেলন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী সফল করতে যারা বিভিন্নভাবে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ এবং আমার সহযোদ্ধা শুব্বান ভাইদের প্রতি।

পরিশেষে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এ আয়োজনকে সফল করো, তোমার প্রিয়জনদের কাতারে আমাদেরকেও শামিল করো এবং তোমার মদদ ও বিজয় আমাদের জন্য অবধারিত করো। আমীন॥

ঢাকা
৩০ জুন ২০১১ ইং

মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন
কেন্দ্রীয় সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

পরিচালকের ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই পবিত্র সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া এম.পি, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, বন্ধুপ্রতিম দেশ সৌদী আরব থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ! আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শুরুতেই পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা পেশ করছি যিনি আমাদেরকে এ মহতি আয়োজন সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানের আয়োজকবৃন্দকে, যারা বয়সে তরুণ ও যুবক হলেও একটি বৃহৎ ও সুশৃঙ্খল আয়োজনের ব্যবস্থা করে নিজেদের সামর্থ্যের ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছেন।

সম্মানিত সুধী!

আমার জানা মতে, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস তাদের পিতৃ সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের আদর্শ অনুসরণ করে ছাত্র ও যুব সমাজে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করছে। বিগত এক দশক ধরে দেশে ধর্মের নামে যে সন্ত্রাসবাদের চর্চা চলছে জমঈয়ত ও শুব্বান নেতাকর্মীবৃন্দ এই সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান করে প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের সাফল্য কামনা করি।

ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে আহলে হাদীসের গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে, যা ইতিহাস প্রমাণিত। আমাদের প্রিয় হানিফ ভাই যিনি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সফল মেয়র হিসেবে সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন, তিনি এই ঐতিহ্যবাহী জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আমরা তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। এছাড়া আমাদের আরেক ভাই ঢাকা-১০ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, শিক্ষাসেবক ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে যিনি বিশেষভাবে সুপরিচিত, এ মঞ্চে উপবিষ্ট আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ এম. এই সংগঠনেরই এক উপদেষ্টা। এছাড়াও অনেক গুণিজনের সমাবেশ ঘটেছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, জমঈয়তে আহলে হাদীস ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ উদারপন্থী অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। এ জমঈয়তে আহলে হাদীস শুধুমাত্র ধর্মের প্রচার ও প্রসারেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং সমাজের অন্যায় অনাচার ধর্মীয় কুসংস্কার, ব্যক্তিপূজা, কবরপূজা তথা শির্ক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার তেমনি বিভিন্ন দুর্যোগে এবং প্রয়োজনে দুস্থ-অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে মানবতার স্বাক্ষর রেখেছে।

প্রিয় বন্ধুগণ!

আজ এ অনুষ্ঠানে এসে যে ব্যক্তিটির নাম মনে পড়ছে তিনি এ সংগঠনের শুধু কাণ্ডারীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এ দেশের শিক্ষাজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই মরহুম প্রফেসর ড. এম. এ বারীর অবদান এদেশের মানুষ স্মরণ রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আমার জানামতে, এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার আন্দোলনে আহলে হাদীস সমাজের অবদানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। হাজী শরীয়ত উল্লাহর বৃটিশবিরোধী ফরায়েজী আন্দোলন, ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সোচ্চার আন্দোলন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অবদান এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ চিরদিন স্মরণ রাখবে। এছাড়া কলমসৈনিক হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা আকরাম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ সহ এমন অনেক মনীষীই এ দেশ ও জাতির জন্য অনন্য অবদান রেখেছেন, যারা আহলে হাদীস সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নেতৃত্বে ছিলেন। সর্বোপরি এই জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কোরায়শী মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকা প্রকাশ করে তৎকালীন ভাষা অন্দোলনসহ স্বাধীনতা ও স্বকীয়তার পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। পুরানো ঢাকার আব্দুল মাজেদ সরদার ও পঞ্চায়েতের অন্য সরদারদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা আজো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে।

ইতিহাস বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জমঈয়তে আহলে হাদীস হঠাৎ গজিয়ে উঠা কোন ভূঁইফোড় সংগঠন নয়। বাংলাদেশের অভ্যূদয়সহ এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রতিটি ঐতিহাসিক আন্দোলনে অরাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও চরম সংকটময় মুহূর্তে এ সংগঠনের আকীদায় বিশ্বাসী মানুষেরা অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতির খেদমতে করেছেন।

প্রিয় যুবসমাজ!

আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই পবিত্র পরিবেশে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাশাপাশি দেশের একজন দায়িত্বশীল হিসেবে আহলে হাদীস যুবসমাজের প্রতি আহ্বান: শুধু ধর্মের প্রচারে নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে দেশের এক সুনাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করুন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সততার সাথে কাজ করুন। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করুন। রাজনীতি না করেও পরোক্ষভাবে যে দেশের ও মানুষের সেবা করা যায় এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। সেই দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের যুবসমাজকে নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আপনাদের উপর। নিজে স্বনির্ভর হতে চেষ্টা করুন, দেখবেন দেশও আপন গতিতে স্বনির্ভর হচ্ছে। এ সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্প হাতে নিয়ে দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে সরকারকে সহযোগিতা করুন। দেশে কেউ যেন কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করতে না পারে সে জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন।

সম্মানিত বিদেশী অতিথিবৃন্দ!

এদেশে আপনাদের আগমনকে আমি স্বাগত জানাই। সৌদী আরবের সাথে এদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কাজে সৌদি আরবের সহায়তা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

আমাদের ৩০ লক্ষাধিক প্রবাসী জনশক্তি আপনাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে যা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। প্রতি বছর আমাদের দেশের লক্ষাধিক মানুষ হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশে মক্কায় গমন করেন। আপনারা তাদেরকে সেবা দিয়ে আসছেন। এ জন্যও আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রত্যাশা, ভ্রাতৃপ্রতিম এ দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর ও আন্তরিকপূর্ণ হোক। আমাদের জনশক্তি আপনাদের দেশে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবে ইনশা আল্লাহ, যা আপনাদের জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। একটি উদারপন্থী মুসলিম দেশ হিসেবে আপনাদের কাছে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আজ আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি! আপনারা আমার আন্তরিক মোবারকবাদ গ্রহণ করুন।

বন্ধুগণ!

ধর্ম চাপিয়ে দেবার বিষয় নয়। সত্য ও সুন্দরকে মানুষের সামনে যথার্থ ও সুন্দর উপায়ে উপস্থাপন করতে পারলে মানুষ তা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হবে। চাপিয়ে দেবার মানসিকতা, সন্ত্রাস বা চরমপন্থা অবলম্বন কখনও ধর্ম প্রচারের সহায়ক কোন পন্থা হতে পারে না। মানুষকে সন্ত্রস্ত করে, বোমাবাজি করে ভীতির সঞ্চার করে একটি গোষ্ঠী দেশে এবং বিদেশে তাদের ভাষায় ইসলামের বাণী প্রচার করার চেষ্টা করছে। ফলে জনমনে ইসলামের প্রতি যে ভয় ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে তা প্রকারান্তরে ইসলাম ও মুসলিমদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে।

পরিশেষে, আবারো আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। বিদেশী মেহমানদের আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন! ধন্যবাদ

মাওলানা মনযুরে খোদা
পরিচালক
শুব্বান বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সম্পাদকের কলম

পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বারগাহে কালিমাতুশ শুকুর আল হামদুলিল্লাহ! যিনি আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার ফসল স্মরণিকা ২০১১ প্রকাশ করার তাওফীক দিয়েছেন। সাইয়্যিদুস সাকালাইন, শান্তির দূত নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত ও সালাম! যাঁর আগমনে পৃথিবীবাসী শান্তির পরশে পুলকিত হয়েছিল।

বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর স্পর্শে ধন্য হলেও ইসলামের সুমহান আদর্শের সুশীতল স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। ফলে প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের বৈষয়িক জীবনযাত্রা সহজ হলেও মানবাত্মা প্রতিনিয়ত অশান্তির অনলে পুড়ছে। মানুষের যা প্রত্যাশা, সর্বত্রই তার বিপরীত চিত্র। কোন কিছুর অভাব নেই। শুধুমাত্র সুখ-শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার সংকট সর্বত্রই। জীবন চলার পথে পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় সকলেই পেরেশান। বিশেষ করে এই প্রজন্মের যুবসমাজ নিয়ে অভিভাবক মহলের দুশ্চিন্তার সীমা গণ্ডি অতিক্রম করেছে। এখন তাদের অবস্থা অথৈ সাগরে ঝড়ের কবলে পতিত দিকহারা নাবিকের মতো। কিন্তু কেন এমনটি হলো? এমন অনভিপ্রেত, অসংযত, অনিয়মিত, ক্ষত-বিক্ষত সমাজচিত্র তো কাম্য ছিল না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন : যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহ্‌রি বিমা কাসাবাত আয়দিন্নাস। অর্থাৎ "পানিতে ও মাটিতে যত বিপর্যয় ঘটে তা মানুষের নিজ হাতে অর্জন করা।" কিন্তু এ সংকট থেকে পরিত্রাণের কোন দিকনির্দেশনা আছে কী? আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পথনির্দেশ : "তোমরা অনুসরণ করো আল্লাহর নির্দেশনা (আল কুরআন) অনুসরণ করো রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা (সহীহ সুন্নাহ) এবং অনুসরণ করো তোমাদের নেতার (যে তোমাদেরকে আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুসারে পরিচালিত করে)।

সমাজের অভিভাবক মহলকে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে, এমন অনভিপ্রেত, অসংযত, অনিয়মিত, ক্ষত-বিক্ষত সমাজচিত্র পরিবর্তনে আমাদের প্রচেষ্টা নিরলস-বিরামহীন। আমরা সেই চিরকাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুত যা অভিপ্রেত, সংযত, নিয়মিত এবং সুখ, শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত। আর এ জন্যই আমাদের পথচলা এবং আমরা সফল হবো ইনশা আল্লাহ। কারণ, আমাদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এবং আমরা তার উত্তরসূরী হিসেবে শির্‌ক-বিদআত, অন্যায়-অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা ও নব্য জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে আমাদের সামাজিক আন্দোলন ও দাওয়াতি কার্যক্রম অবিরাম অব্যাহত থাকবে পৃথিবীর শেষ দিনটি পর্যন্ত।

তরুণ প্রজন্মের প্রতি আমাদের আহ্বান :

হে তরুণ! ঈমানের আলোকবর্তিকায় ভূবনকে আলোকিত করতে ইবলীসি পথনির্দেশ প্রত্যাখ্যান করো;
তথাকথিত প্রগতিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের সুমহান আদর্শ অভিযাত্রী হও;
সকল প্রকার বিজাতীয় অপসংস্কৃতি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে রুচিশীল সংস্কৃতির অনুরাগী হও;
অন্যায়-অনাচার, পাপাচার-মিথ্যাচার ইত্যাদি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ন্যায় ও সত্যের সেবক হও;
দেশ ও মানুষের কল্যাণে কর্মচঞ্চল প্রতিটি দিন অতিবাহিত করতে সালেহ'র শপথ গ্রহণ করো;
সর্বোপরি তুমি শুব্বান সৈনিক হও, দেখবে অন্ধাকার দূরীভূত হয়েছে, সুবহি সাদিকের সন্ধান মিলেছে।

কবির ভাষায় :

তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে; দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল করতে যে সকল বিদগ্ধ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক মূল্যবান লেখনী দিয়ে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন, আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। যাদের সার্বিক প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনা আলোর মুখ দেখছে তাদের প্রতিও রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিশেষে নবাগত ও নবনির্বাচিত শুব্বান ভাইদের প্রতি মোবারকবাদ জানিয়ে তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন॥

দারসুল কুরআন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"তোমরা হীনবল হয়ো না ....."

–শাইখ আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও। তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার এবং তিনি তোমাদের কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারী যালিমদের ভালবাসেন না।"

(সূরা আ-লে 'ইমরান : ১৩৯-১৪০)

আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট :

আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরাহ্ আ-লে 'ইমরান এর অন্তর্গত। দ্বিতীয় হিযরীতে ইসলামের সর্বপ্রথম হক ও বাতিলের মাঝে প্রভেদকারী বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ আল্লাহর গায়েবী মদদ পেয়ে বিপুলভাবে জয় লাভ করেন, অপরপক্ষে মুশরিক সম্প্রদায় চরমভাবে পরাজয় বরণ করে। এর কিছুদিন পরে তৃতীয় হিযরীতে শুরু হয় বড় আকারে উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানরা প্রাথমিক পর্যায়ে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন এবং কিছু ত্রুটির কারণে ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। অনেকজন শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধের পরক্ষনে অনেকে মানসিকভাবে ব্যথিত হন। এমন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন : তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও। আরো বলেন : শুধু তোমরাই আহত হওনি বরং তোমাদের পূর্বে তারাও মর্মান্তিকভাবে আহত হয়েছে। এছাড়া মহান আল্লাহর ইচ্ছা তিনি তোমাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করতে চান এবং তোমাদের ঈমানকে আরো জোড়দার করতে চান।

আয়াতের আলোচ্য বিষয় :

উদ্ধৃত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা কতগুলো নীতিমালা আলোচনা করেছেন যা প্রতিটি মু'মিনের জীবনে সফলতার জন্য একান্ত অনুসরণীয়। প্রথমত : বিজয় লাভের মূল শক্তি হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আস্থাশীল হওয়া। কারণ আল্লাহ কাউকে বিজয় দান করলে কখনো তার পরাজয় হতে পারে না, আবার আল্লাহ কাউকে পরাজয় বরণ করালে তাকে কেউ বিজয় দান করতে পারে না। দ্বিতীয়ত : পার্থিব জীবনের বৈশিষ্ট্য কখনো জয় আবার কখনো পরাজয়, শুধু জয় বা শুধু পরাজয় নয়। তৃতীয়ত : প্রকৃত ঈমানদার হতে হলে অবশ্যই কিছু পরীক্ষা-নীরিক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। অনুরূপ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে চাইলে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও শিক্ষা :

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ..... "তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না .....। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কিছুটা হীনবল হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা ও সাহস প্রদান করে বলেন তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বিজয়ের আশ্বস্ত করেছেন। তবে শর্ত হলো ঈমানী দুর্বলতায় বিজয় পাওয়া সম্ভব নয়, বিজয়ের জন্য প্রয়োজন ঈমানী সবলতা। মানুষের ঈমানী শক্তি যদি দুর্বল হয়, আর অস্ত্র-সামগ্রী যতই সবল হোক না কেন সফলতার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু যদি ঈমানী শক্তি সবল হয়, অস্ত্র-সামগ্রী স্বল্পও হয় এতেও আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করতে পারেন, যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বদরের যুদ্ধ। সুতরাং তাওহীদী কাফেলা জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সর্বস্তরের কর্মীদের জানাতে চাই হীনবল হওয়ার সুযোগ নেই, দুঃখিত হওয়ারও কোন কারণ নেই, ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে ছুটে আসতে হবে দাওয়াতী ময়দানে। ফিরাতে হবে দিশেহারা যুব সমাজকে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ও ধর্মহীন চিন্তা-চেতনার আক্রমণ থেকে শান্তির জীবন ইসলামের দিকে।

ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হলে শুধু বিজয়– আর বিজয় বিষয়টি আবার এমনও নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা কখনো ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য জয়ের ময়দানে পরাজয় দান করেন, যেমনটি ছিল উহুদের ময়দান। এজন্য আল্লাহ বলেন : وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ ..... "এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার এবং .....।" এছাড়াও পার্থিব জীবন হলো জয়-পরাজয়ের জীবন আল্লাহ তা'আলা বলেন : ..... إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ "তোমরা যদি আহত হয়ে থাকো, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এদিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি।" সুতরাং মু'মিনরা ঈমানী বলে সবল হলেও পরাজয় ঘটে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ মু'মিনের জন্য দুনিয়াটা এমনই। রাসূল ﷺ বলেন : الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر "দুনিয়াটা হলো মু'মিনের জন্য কারাগার স্বরূপ আর কাফিরের জন্য স্বর্গ স্বরূপ।"

কারাগারের জীবন যেমন এক বিপদ হতে মুক্ত হতে না হতেই আরেক বিপদ এসে যায়। দুনিয়াটা হলো মু'মিনের জন্য বিপদ-আপদ, দুঃখ-ব্যথার কেন্দ্র। সুখের স্থান হলো অসীম জীবন, আখিরাতের জীবন। আল্লাহ তা'আলা সু-সংবাদ দিয়ে বলেন :

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে তাদের সু-সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। ..... সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পুত-পবিত্র জীবন সঙ্গিনী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫)

অতএব হে তাওহীদী ঝাণ্ডাবাহী কাফেলা! ভুলে যাও অতীতের কথা। মুছে ফেল দুঃখ-বেদনা ও সকল ব্যর্থতা। ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে হও আগোয়ান! হে নও জোয়ান! তোমরাই তো শুব্বান, তোমরাই তো শুব্বান, তোমরাই তো শুব্বান।

দাও তাওফীক্ব হে মহান মহিয়ান!

(লেখক : ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ভাষ্যকার- ইসলামিক পিস টিভি ও অধ্যক্ষ- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা)

দারসুল হাদীস

রাসূল ﷺ-এর পাঁচটি নির্দেশ

–শাইখ মুহাম্মাদ আবদুন নূর আল-মাদানী

قال النبي ﷺ وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام ؟ قال وإن صلى وصام وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ (فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. (سنن الترمذي – (٥ / ١٤٨)الرقم : ٢٨٦٣)

সরল অনুবাদ : নাবী ﷺ বলেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ করি- শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত এবং জামাআত। কেননা যে ব্যক্তি জামাআত/দল থেকে অর্ধ হাত বিচ্ছিন্ন থাকল সে আপন গর্দান হতে ইসলামের রুজ্জু খুলে ফেলল তবে যদি পুনরায় দলে ফিরে আসে (তাহলে ভিন্ন কথা)। এবং যে জাহিলী/বর্বর যুগের মত আহবান করবে সে আসলে জাহান্নামের অধিবাসিদের একজন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে সলাহ এবং সওম পালন করে। উত্তরে রসূল ﷺ বললেন যদিও সে সলাহ এবং সওম পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে। সূতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহর আহবানে আহ্বান কর যিনি তোমাদেরকে মুসলিম নামে ভূষিত করেছেন।

উৎস : হাদীসটি ইমাম আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা আত্-তিরমিযী স্বীয় গ্রন্থে (যা জামে তিরমিযী বা সুনানুত্ তিরমিযী নামে প্রসিদ্ধ এবং যা ছয়টি মৌলিক গ্রন্থের একটি) উল্লেখ করেছেন। হাদীস নং ২৮৬৩, এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল স্বীয় গ্রন্থ (মুসনাদু আহমাদ) এ লিপিবদ্ধ করেছেন,হাদীস নং ১৭১৭০, ১৭৮০০, ২২৯১০, সহীহ ইবনু হিব্বান হাদীস নং ৬২৩৩, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ হাদীস নং ১৮৯৫।

মান/স্তর : হাদীসটি সহীহ। বর্তমান বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন। তাহ্কীকুল মিশকাত হাদীস নং ৩৬৯৪, সহীহুল জামে' হাদীস নং ১৭২৪।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। জীবন চলার পথে অমূল্য পাথেয়। জামাআত অটুট-অক্ষত রাখার এক অনন্য মাইল ফলক। নেতার নিঃস্বার্থ আনুগত্যের অমোঘ ঘোষণা। হিজরতের মোড়ক উন্মোচনকারী। নিম্নে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল-

১-২. শ্রবণ ও আনুগত্য : ইসলামী বিশ্বে একজন বিশ্ববরেণ্য মুসলিম নেতার পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে ও বিভাগে সেই নেতা কর্তৃক নিয়োজিত অন্যান্য নেত্রীবর্গ থাকবেন। এ সকল নেত্রীবর্গের আদেশ-নিষেধ মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ এবং আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলিমের ফরয দায়িত্ব ও কর্তব্য। তারা যদি প্রজাদের প্রতি ব্যক্তিগত কোন যুলুমও করেন তবু বৃহৎ স্বার্থকে মূল্যায়ন করে তাদের আনুগত্যকেই ইসলাম প্রধান্য দিয়েছে এবং যুলুমবাজদের বিচার মহান আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে যদি তারা শরিয়ত বিরোধী কোন কাজের আদেশ/নিষেধ প্রদান করেন সে ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء : ٥٩]

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূল (ﷺ) ও তোমাদের আমীরদের আনুগত্য কর।" (নিসা : ৫৯)

মহানাবী ﷺ বলেন :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبيّ ﷺ، قَالَ : ((عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ ، إلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ)) متفقٌ عَلَيْه .

পছন্দ-অপছন্দ সকল বিষয়ে মুসলিম ব্যক্তির উপর শ্রবণ ও আনুগত্য ফরয। কিন্তু পাপের আদেশ ব্যতীত। যখন পাপের আদেশ করা হবে তখন কোন শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ৭১৪৪, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮৩৯)

وعن أَبي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بن حُجرٍ – رضي الله عنه – ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزيدَ الجُعفِيُّ رسولَ الله ﷺ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أرأيتَ إنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسأَلُونَا حَقَّهُم ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عنه ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فإنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ)) رواه مسلم .

সালামাহ (রা.) রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নাবী! আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিন। যদি আমাদের উপর এমন আমীর নিযুক্ত হয় যারা আমাদের কাছে তাদের হক আদায় করে নেয় আর তাদের প্রতি আমাদের হক দিতে অস্বীকার করে, এক্ষেত্রে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন? রসূল ﷺ বললেন : শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর। তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তারা জবাবদিহী করবে এবং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা জবাবদিহী করবে। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮৪৪)

নাবী ﷺ প্রার্থনায় বলেন :

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به

(صحيح مسلم – عبد الباقي – ٣ / ١٤٥٨)

হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করে আপনি তার উপর কঠোরতা আরোপ করুন আর যে সদয় হয় তার উপর আপনি সদয় হন।

(সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮২৮)

শাসকদের যুলুম সম্পর্কে বলেন :

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة صحيح مسلم – عبد الباقي – (٣ / ١٤٦٠)

যে কোন শাসক যদি তার অধিনস্ত প্রজাদের সাথে কোন প্রকার প্রতারণা করে মৃত্যু বরণ করে তাহলে আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮২৯)

৩. জিহাদ : জিহাদ একটি ইবাদাত। এটা কখনও ফারযে আইন (যা প্রত্যেকের অবশ্য পালনীয়), আবার কখনও ফরযে কিফায়াহ (যা কতিপয়ের অবশ্য পালনীয়) হতে পারে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য শরীআত সম্মত যে কোন প্রচেষ্টা ব্যয় করাই জিহাদ। শত্রু যেমন শক্তিশালী হবে তার বিরুদ্ধে সে রকম শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একটি মুসলিম রাষ্টের ঈমানী দায়িত্ব। জিহাদ কোন সন্ত্রাস নয় বরং সন্ত্রাস নির্মূলের একটি হাতিয়ার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة : ٧٣]

"হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন।" (আত-তাওবাহ : ৭৩)

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة : ٤١]

"যুবক এবং বৃদ্ধ বেরিয়ে পড় এবং জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।" (আত-তাওবাহ : ৪১)

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة : ٣٦]

"এবং লড়াই কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে লড়াই করে এবং মনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।" (আত-তাওবাহ : ৩৬)

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة : ٢١٦]

"তোমাদের উপর লড়াইকে ফরয করা হয়েছে অথচ সেটা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় এবং তোমরা যাকে অপছন্দ করছ প্রকৃতপক্ষে তাতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহীত এবং তোমরা যাকে পছন্দ কর প্রকৃতপক্ষে সেটাই তোমাদের জন্য অনিষ্টকর। এবং আল্লাহ প্রকৃত বিষয়ে অবগত তোমরা অবগত নও।" (আল-বাকারাহ : ২১৬)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ [التوبة : ١١١]

"নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করেছেন মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে অতপর হত্যা করে এবং নিহত হয়।" (আত-তাওবাহ : ১১১)

৪. হিজরত : হিজরতের শাব্দিক অর্থ-ত্যাগ করা, বর্জন করা, পরিত্যাগ করা, বের হওয়া।

শরীআতের পরিভাষায় হিজরত বলা হয়-

(والهجرة) أي الانتقال من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة ومن دار الكفر إلى دار الاسلام ومن دار البدعة إلى دار السنة ومن المعصية إلى التوبة لقوله صلى الله عليه و سلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه تحفة الأحوذي – (٨ / ١٣١)

মাক্কাহ বিজয়ের পূর্বে মাক্কাহ থেকে মাদীনায় প্রস্থান, এবং অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে গমন, বিদআতী এলাকা থেকে সুন্নাতী এলাকায় চলে আসা, গুনাহ থেকে তাওবা করা। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন, প্রকৃত মুহাজির সেই যে আল্লাহ যা মানা করেছেন তা ত্যাগ করে। (তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/১৩১)

৫. জামাআত : সমগ্র মুসলিম জাহানে একটি মাত্র জামাআত (দল) থাকবে এবং সেই জামাআতের একজন আমীর বা খলীফা থাকবেন। এই জামাআতের বাইরে থাকার সুযোগ/অধিকার কোন মুসলিমের নেই। সেই আমীরের হাতে বাইআত করা সকল মুসলিমের উপর ফরয। বর্তমানে যত্র তত্র যে বাইআতের প্রচলন আছে তা তাদের মনগড়া। বাইআত হবে ঐক্যের প্রতীক আর বর্তমান যুগের বাইআত হচ্ছে অনৈক্যের প্রতীক। কারণ প্রত্যেক মতাদর্শী তার আপন অনুসারীদেরকে নিজ হাতে বাইআত করছেন। ফলে ঐক্যের স্থলে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে। যা বাইআতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে যদি সে একক জামাআতে না থাকে তাহলে মুসলিমদের উচিত সেই দলের ছত্র ছায়ায় থাকা যে দলটি কুরআন ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী। জামাআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন,

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.

জামাআত হচ্ছে, "যা সত্যের অনুকূলে যদিও সংখ্যায় তুমি একাই হও।" সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদের বক্তব্যে পুরিস্ফুট হয় যে জামাআতের মাপকাঠি সংখ্যাধিক্য নয় বরং হক্বই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড। যদিও তার অনুসারী স্বল্পই হয়। আর এটাই বাস্তবতা। (মাসআলাতুত তাকরীব বাইনা আহলিস সুন্নাহ ১/২৯)

নিম্নে জামাআত সংক্রান্ত কতিপয় কুরআন-হাদীস তুলে ধরা হল :

عن أبي عبد الرحمن ، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله ﷺ، يقول : ((مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ ، فَإنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)) . ((المِيتَةُ)) بكسر الميم .

রসূল ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে স্বীয় হাতকে গুটিয়ে নিল সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে তার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ থাকবে না। আর যে মৃত্যুবরণ করল অথচ তার গর্দানে বাইআত থাকল না সে যেন জাহিলী যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল।

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এভাবে রয়েছে যে, এবং যে ব্যক্তি দল ত্যাগ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল নিশ্চয় সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করল। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮৫১)

عن أنسٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((اسْمَعُوا وأَطِيعُوا ، وَإنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)) رواه البخاري .

রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর হাবশী কৃতদাসকে আমীর নিয়োজিত করা হয় যার মাথাটা যেন কিছমিছের ন্যায় ক্ষুদ্র বা কৃষ্ণকায়।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৯৩, ৭১৪২)

عن أَبي هريرة – رضي الله عنه – ، قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : ((عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأثَرَةٍ عَلَيْكَ)) رواه مسلم

রাসূল ﷺ বলেন, আনুগত্য ও শ্রবণ করা তোমার উপর ফরয, তোমার সুখে-দুখে, স্বাচ্ছন্দে-নিরানন্দে এবং তোমার উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রেও। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৮৩৬)

৬. হাদীসে বর্ণিত "এবং যে জাহিলী/বর্বর যুগের মত আহ্বান করবে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, জাহিলী যুগে কেউ অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হলে আপন গোত্রকে আহ্বান করা মাত্র গোত্রের লোকেরা ছুটে আসত তাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না। এ কথা ভাবার সময় তাদের নেই যে তার গোত্রের ব্যক্তিটি ন্যায় করেছে না অন্যায় করেছে। শুধুমাত্র নিজের দলের লোক এটাই তাদের আসল পরিচয়। মহানাবী ﷺ উম্মাতকে এরূপ আচরণ করতে নিরুৎসাহিত করছেন। 'দলের লোক বা একই গোত্রের লোক' সাহায্য পাওয়ার জন্য এ পরিচয়ই যথেষ্ট নয়। বরং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই একমাত্র সাহায্য পাওয়ার হকদ্বার যদিও সে অন্য গোত্রের বা দলের হয়।

শিক্ষণীয় বিষয় : আলোচিত হাদীস থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষা পাওয়া যায় : ভাল কাজে মুসলিম নেতার আনুগত্য করা ফরয।প্রয়োজনে জিহাদ করা মুসলিমের উপর ফরয হয়ে যায়। উপযুক্ত পরিবেশে হিজরত করা বাঞ্চনীয়। জামাআত বদ্ধ জীবন-যাপন অতীব প্রয়োজন। মুরতাদদের জন্য তাওবার দার উন্মুক্ত। ক্ষপাতিত্ব নয়, ন্যায়ই যেন হয় সহযোগিতার মানদণ্ড।জাহিলী যুগের ঘৃণিত আচরণ বর্জনীয়। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সলাত, সওম যথেষ্ট নয় বরং জাহিলী যুগের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডও বর্জন করতে হবে। নিজেকে মুসলিম মনে করাটাই মুসলিম হওয়ার মাপকাঠি নয়। পাপাচারিতা বর্জনের মাধ্যমেই প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় মিলে।

(লেখক : বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক- জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ও অধ্যক্ষ- মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা)

স্বাগত ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দাহ, ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী ওয়ামান তাবিয়াহুম বি ইহসানি ইলা ইয়াওমিদ দীন। আম্মা বা'দ। ফাকাদ কালাল্লাহু তা'আলা- আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

﴿وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"এটাই আমার সরল পথ। তোমরা এর অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরণ করবে না। অন্যথায় তোমরা আল্লাহর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তোমাদেরকে এ রকম নির্দেশনা দান করেন যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।" (সূরা আন'আম : ১৫৩)

দেশের অগণিত ছাত্র-যুবকদের প্রাণের স্পন্দন, তাওহীদী সংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত বহু প্রতিক্ষিত আজকের কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০১১ রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আজকের এ সম্মেলনের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী, স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিবিদ **এডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া** এম.পি। আমরা তাঁকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। হে অতিথি! আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আজকের এই সম্মেলন শুভ উদ্বোধন করার সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন খ্যাতিমান সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত উপদেষ্টা ও মাননীয় সংসদ সদস্য **আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ**। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ব্যানবেইস এর সাবেক চীফ এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর সুযোগ্য সভাপতি প্রফেসর ড. **মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী**। বিশেষ অতিথি সৌদী আরবের বিশিষ্ট আলেম **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব আল আকীল**, শাইখ সাঈদ বিন হুলাইল আল আমর আশ শামরী, শাইখ ইহাব নাদের আলী মূসা, শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আল ফায়গাবী, শাইখ গান্নাম আব্দুল্লাহ আল গান্নাম, শাইখ হামুদ সুলাইমান আমের আল-আমরী, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ, দেশের খ্যাতিমান সুশীল সমাজ, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আগামী দিনের জাতির কর্ণধার ছাত্র ও যুব সমাজ, জাগ্রত বিবেক সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সমাগত তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত দায়িত্বশীল ও কর্মী ভাইয়েরা। শুব্বানের ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের এই অধিবেশনে আপনাদের সুস্বাগতম ও অভিনন্দন।

বক্তব্যের শুরুতে সংক্ষিপ্ত হাম্দ ও সানার পর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি দক্ষিণ এশিয়ার আহলে হাদীস আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, বাগ্মী, জ্ঞানতাপস মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (রহ.), ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রখ্যাত আলেমে দীন আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল বাকী (রহ.), ভারত-বাংলার সাংবাদিকতার জনক, সুসাহিত্যিক মাওলানা আকরাম খাঁ, মাওলানা কবীর উদ্দীন রাহমানী, মাওলানা শামসুল হক, সুসাহিত্যিক আবদুর রহমান বিএবিটি, প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ রহমানী, শাইখুল হাদীস আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। আরো স্মরণ করছি ঢাকা'র

আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহাব, আলহাজ্জ মুহম্মাদ হোসেন, আলহাজ্জ মেয়র মুহাম্মদ হানীফ (রহ.)-এর অসামান্য অবদান এবং সুদক্ষ নেতৃত্বের বিষয়টি। যারা প্রত্যক্ষভাবে জমঈয়তে আহলে হাদীসকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন

তবে এ সময়ে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কিংবদন্তী প্রাণপুরুষ, বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, দক্ষ প্রশাসক প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ.)-কে। বাংলাদেশে আহলে হাদীসগণ তাঁর অবদান পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে বলে আমি মনে করি।

যাঁদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ, দিকনির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের আয়োজন সুসম্পন্ন হতে যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে শুব্বানের মাননীয় প্রধানপৃষ্ঠপোষক ও জমঈয়ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী, উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান, শুব্বানে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, শুব্বান পরিচালক মাওলানা মনযুরে খোদা এবং জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন স্তরের নেতা ও আমাদের শুভাকাঙ্খী সুধীবৃন্দের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজকের এই সম্মেলন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কাজের ধারাবাহিকতার ফসল, যারা জাগতিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে দীনের জন্য তাদের সময় কুরবান করেছেন, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় শুব্বান নেতৃবৃন্দ এবং সকল স্তরের নেতা-কর্মীবৃন্দ, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ জীবিতদেরকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। আর মৃতদেরকে জান্নাতুল ফিরদাওস নসীব করুন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

প্রায় এক বছরের প্রস্তুতির ফসল আজকের এই সম্মেলন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত তাৎপর্যময় মুহূর্তে এবারের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমাগত দেশী-বিদেশী মেহমানবৃন্দের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানান বিষয়ে নতুন দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে আশা করছি। সমবেত সকলের আন্তরিক উপস্থিতি এবং বিজ্ঞ মতামত আমাদের সংগঠন পরিচালনায় উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা দান করবে ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি। দেশ পর পর কয়েকবার দুর্নীতিতে শীর্ষে অবস্থানের পর মানুষ আজ ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। অবশ্য এখনও সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি, শোষণ-পীড়ন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কোন্দল, সহিংসতা, এসিড নিক্ষেপ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, ইভটিজিং, যৌতুকের অভিশাপ, অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা, শিরক-বিদআত, পীর পূজা, কবর পূজা- বিজাতীয় সংস্কৃতি আর কুসংস্কার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করছে, তরুণ সমাজ আজ ছুটে চলছে নৈতিকতা বিবর্জিত অজানা ভয়ংকর এক অন্ধকার পথে। তবুও আশার কথা হলো- বিগত কয়েক বছরে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানান সংস্কারমূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এসব সংস্কারের পশ্চাতে জনসাধারণের আশাব্যঞ্জক সমর্থন রয়েছে। তা সত্ত্বেও সংস্কার কর্মসূচীর গতি স্লথ হয়ে পড়েছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দমন করতে গিয়ে ধর্ম পালনকে যেন নিরুৎসাহিত করা না হয় সে দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। কিছু সংস্কার কর্মসূচী জনসাধারণের ঈমানী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক বলে আপাতদৃষ্টিতে হয়। অমুসলিমদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ইসলামের শাশ্বত ও সার্বজনীন

উত্তরাধিকার নীতির বিরুদ্ধে মনগড়া নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক উত্তরাধিকার সমন্বিত নারীনীতি বাস্তবায়নের কথাও শোনা যাচ্ছে। তবে আশার কথা হলো, সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, "ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোন নীতিমালা এ সরকার প্রণয়ন করবে না।" এ দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাক তা আমাদের সকলের প্রত্যাশা। বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকলে হয়তো আগামী কয়েক বছরেই আমরা LDC এর বদনাম ঘুচাতে পারবো। জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশন করার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের প্রয়াস প্রশংসার দাবী রাখে। তবে নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে এ দেশে ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হবে কি-না তাও ভেবে দেখতে হবে। দেশের ইসলাম-প্রিয় জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় আমাদের অনেক কিছুই করার আছে। ডিজিটাল যুগের পর্যায়ে হয়তো কোন কাগুজে বইয়ের চাহিদা থাকবে না। আগামী ২৫ বছরে দেশের সব পাঠ্য হবে ডিজিটাল ফরম্যাটে। কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী সাহিত্য সে যুগের তরুণদের হাতে পৌছাতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই, তা ডিজিটাল রূপান্তরের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা অতি নগণ্য।

আপোষকামিতা, অন্ধ অনুকরণ, ব্যক্তিপুজা আর চিরাচরিত গতানুগতিকতা পরিহার করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় ছাত্র ও যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' এর যাত্রা শুরু হয়। লক্ষ্যে পৌছার জন্য আমাদের পাঁচ দফা কর্মসূচী– আকীদাহ সংশোধন, দা'ওয়াত ও তাবলীগ, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সমাজ সংস্কারের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের কাজ শেষ হবার নয়। বর্তমান এবং আগামী তরুণ সমাজের কাছে এই দাওয়াত পৌছানোর উপকরণ আমাদের হাতে চাহিদার তুলনায় অনেক কম। আহলে হাদীস আন্দোলনের যে ধারা সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন ও প্রচারে অধিক গুরুত্ব প্রদান- বর্তমান প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়েছে।

সমবেত সুধীবৃন্দ!

আন্তর্জাতিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে আমাদের এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ববাদী আমেরিকার নগ্ন হস্তক্ষেপের মাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে দখলদারিত্বের পর সুদানের বিভক্তির আয়োজন করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইজরাইল অর্ধ শতক যাবৎ নিরীহ ফিলিস্তিনীদেরকে মাতৃভূমি থেকে উৎখাত, হত্যা এবং নির্যাতন করে যাচ্ছে। তারই বর্ণচোরা হস্তক্ষেপে তিউনিসিয়া এবং মিশরের সরকার পতনের আন্দোলনের সফল আয়োজনের পর লিবিয়া, বাহরাইন, কাতার, সৌদি আরব প্রভৃতি মুসলিম দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন উস্কে দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র তার নব্য উপনিবেশবাদী বাসনা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে 'ডিভাইড এন্ড রুল' (বিভক্ত কর ও শাসন কর) নীতির মঞ্চায়ন করে চলেছে। এ পুরো কর্মকাণ্ডে বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক জোট 'ন্যাটো' এবং কয়েকটি খ্রীষ্টান অধ্যুষিত উন্নত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের দোসর হয়েছে। একদিকে বিদেশী আগ্রাসন এবং মুসলিম বিশ্বকে টুকরো টুকরো করার প্রক্রিয়া ঠেকানো, অন্যদিকে এসব দেশের কিছু অদক্ষ এবং অসৎ শাসকগোষ্ঠীর কুশাসনের হাত হতে জনসাধারণকে রক্ষার তাগিদ– এই মুহূর্তে চিন্তাশীল মুসলিম মনীষী এবং কল্যাণকামী নেতৃত্বের ভাবনার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। খেলাফত-উত্তর বিশ্বে মুসলিম জাতির ঐক্য এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া প্রয়োজন। মহান স্রষ্টার অমোঘ নির্দেশনা– ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ "তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে থাকো আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না..." মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য মজবুত করা দরকার। সে সাথে বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্ট মতবাদ প্রসারকল্পে কাফির সম্প্রদায় যে কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করছে, নিজেদের অজান্তে তা যেন আমাদের বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির পথকে

সুগম না করে সেদিকেও সতর্ক নজর রাখতে হবে। দীর্ঘ দুই যুগের বিভক্তি, বিচ্ছেদ আর কাঁদা ছোড়াছুড়ির গ্লানি মুছে ফেলে ঐক্য সংহতির শপথ নেবো আজকের এ সম্মেলন থেকে এটাই হোক আমাদের সিদ্ধান্ত।

সচেতন সুধীবৃন্দ!

আপনারা জানেন ৩৭ হিযরীর পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে আবির্ভূত হয় ভ্রান্ত দল-উপদল- খারেজী , নাসেবী, রাফেযী, ইমামী, মুতাযিলা, মুশাব্বিহ, মুআ'ত্তিলা, জাহমিয়া, মুর্জিয়া, জাবরিয়াসহ অসংখ্য দল এবং প্রত্যেকটি দলই স্ব স্ব মতবাদের সত্যতার প্রমাণ কুরআন থেকে প্রদর্শন করার চেষ্ট করেছে। সুন্নাতকে পরিহার করে স্ব- স্ব মন গড়া ব্যাখ্যা দ্বারা তারা শত সহস্র পথে ও মতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু আহলে হাদীস মতবাদ কোন অভিনব মতবাদ বা অন্যান্য ফিরকার মতো একটি ফিরকা নয়, বরং ফিরকাবন্দী বা দলাদলির নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত ও মাযহাবের বেড়াজালে আবদ্ধ মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার জন্যে এ নির্ভেজাল সংগঠনের জন্ম।

আহলে হাদীস আন্দোলন সকল যুগে আল্লাহর উলূহিয়াত, রুবূবিয়াত ও আসমাউস সিফাত এবং রাসূলের ﷺ রিসালাতে আর খতমে নুবূওয়াতের বলিষ্ঠ ধারক, বাহক, ঘোষক ও প্রচারক– এ মন্ত্রে দেহ মন সঁপে অকুতোভয়ে অগ্রসরমান। সেই রাসূলপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম এর স্বর্ণযুগ হতে আজ অবধি দুনিয়ার নানা ভূখন্ডে এ আন্দোলন বিভিন্ন নামে সরবে চলমান। বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান বিভিন্ন দেশে আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রকৃতি, রূপরেখা এবং চিন্তা চেতনার আদান প্রদান প্রয়োজন। এবারের সম্মেলনটি এই লক্ষ্যে খানিকটা সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী মেহমানের উপস্থিতি যেন সে কথাই বলছে।

মুসলিম বিশ্বের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নানা মত, মতাদর্শ এবং দলীয় আদর্শের মুখ্য কারণ– কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়া। গোষ্ঠীতান্ত্রিকতা, দলীয় আদর্শ এবং নেতার অন্ধ অনুকরণের ফলে মুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ বেড়ে চলেছে। ইসলামের নামে নানান দল-উপদলের সৃষ্টি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে একটি বিকল্প ধারা তৈরি করার সুযোগ শুধু আহলে হাদীসদেরই রয়েছে বলে আমি মনে করি। আমরা অন্ধ অনুকরণকে দলিত মথিত করে কুরআন-সুন্নাহর একক সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বে বিশ্বাসী ও আস্থাশীল। আমরা শুধু তাওহীদ ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গড়তে সর্বদা প্রস্তুত।

সারা দেশে দীর্ঘ বিরতির পর তাওহীদপ্রেমী যুবকদের মাঝে যে উদ্যম ও প্রাণ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে, মহান আল্লাহর ফযল ও করমে শুব্বান এ দেশে খুব শীঘ্রই একটি সত্যিকারের বিকল্প ধারার জন্ম দিতে সক্ষম হবে ইনশাল্লাহ। আমাদের এ মহতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো বর্হিবিশ্বের ভাইদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি, পারস্পারিক পরিচিতি, আত্মসমালোচনা, চিন্তার ঐক্যসাধন, কাজের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন, চরিত্র গঠন এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে আমাদের ভূমিকার মূল্যায়ন ও পথনির্দেশনা দান করা।

সম্মানিত ডেলিগেটবৃন্দ!

সম্মেলন সফল করার জন্য আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। আপনাদের প্রতি সর্বোচ্চ ধৈর্য, আনুগত্য ও শৃঙ্খলা প্রদর্শনের আশা ব্যক্ত করছি। আশা করছি, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠন তার উজ্জ্বল অতীত এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্মরণে সাহসের সাথে তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, যারা এ সম্মেলনকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সকলের জন্য জাযায়ে খাইর কামনা করছি এবং আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। ওয়া আখিরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন। ওয়াস সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

উদ্বোধনী ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মাবাআদ।

'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত এ মহতি সম্মেলনের স্নেহাস্পদ সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন, প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শাহজাহান মিয়া এম.পি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী সহ জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ, ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ সৌদি আরব থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, কুটনীতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, প্রিয় ডেলিগেটবৃন্দ এবং সাংবাদিক বন্ধুগণ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ সম্মেলনকে সফল ও স্বার্থক করুন এবং উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন॥

মহান আল্লাহ বলেন, **"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখবে এবং তোমরাই সফলকাম হবে।"** উল্লিখিত আয়াত থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, সৎ পথে চলা, সত্যের পথে মানুষকে আহ্বান জানানো, মানুষের কল্যাণে কাজ করা মুমিন জীবনের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। 'লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন' সুতরাং অন্য দশজনের প্রয়োজনে মানুষকেই এগিয়ে যেতে হবে। তবে এককভাবে সব সময় সকল ক্ষেত্রে মহৎ উদ্যোগগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এ জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, **"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"** আমাদের একান্ত উচিত পবিত্র কুরআন এবং হাদীসকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা। এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বিদায় হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ঘোষণা করেছেন : **"তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অপরটি হলো আমার সুন্নাত বা হাদীস।"** জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এমনই একটি ইসলামী সংগঠন, যার সদস্যগণ সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে মানব কল্যাণের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত সুধী

আমাদের প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অঙ্গ যুব সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দ আমাকে আজকের এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করার অনুরোধ জানালে আমি তাদের আমন্ত্রণ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করি। কারণ এ যুবকরাই আগামীতে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর নেতৃত্বে সমাসীন হবে। তাই আমি তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর তাদের প্রতি আমার পরামর্শ তারা যেন ধারাবাহিকভাবে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। সমাজ থেকে শিৰ্ক-বিদ'আত দূরীকরণ, অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির অপসারণ এবং ব্যক্তিপূজা, পীরপূজা, কবরপূজাসহ সকল অনৈসলামিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে দেশের মানুষকে ইসলামের সর্বজনীন ও সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান জানানোই তাদের মৌলিক কাজ বলে আমি মনে করি। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের কল্যাণ-সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দু'আ করি।

প্রিয় তরুণ প্রজন্ম

তোমরা একবিংশ শতকের গর্বিত সন্তান। এ শতকের সূচনাতেই তোমাদের অবস্থান। এ দেশ ও সমাজ তোমাদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তাই কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তোমাদেরকে প্রযুক্তিগত জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে ডিজিটাল বিপ্লব শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে মানুষ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ছাড়া দেশকে সমৃদ্ধির মহাসড়কে নেয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং এ বিপ্লবকে সফল ও স্বার্থক করতে হলে দেশের যুব-সমাজকেই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রচার ও প্রসার এবং দেশ ও জাতির সেবা কোনটিকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। রাজনীতিবিদরা দেশের প্রত্যক্ষ সেবক এবং জনগণ পরোক্ষভাবে দেশ ও জাতির সেবায় অংশগ্রহণ করেন। আমরা যদি সম্মিলিতভাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করি তবে অচিরেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করা সম্ভব হবে।

আজ ইসলামের নামে যে অপতৎপরতা চলছে তার বিরুদ্ধে এ যুব-সংগঠনের উদ্যোমী যুবকদের আরও সোচ্চার হতে হবে। ধর্মের নামে কেউ যেন দেশে নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্যে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলাম শান্তিকামী মানুষের ধর্ম, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ স্বয়ং শান্তির এই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তাই যৌক্তিক কারণেই এখানে সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, অরাজকতা ইত্যাদির কোন স্থান নেই। যারা ইসলামের নামে বিভিন্ন অপতৎপরতা চালিয়ে দেশকে অস্থির করতে চায়, তারা শুধু দেশ ও দেশের মানুষেরই শত্রু নয়, তারা শান্তির ধর্ম ইসলামেরও শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিহত করে ইসলামের সঠিক বিধান মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নীতি-নৈতিকতা এবং আকীদা-বিশ্বাস ঠিক রেখে পথ চললে আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়া যাবে।

সম্মানিত উপস্থিতি

আমি ঢাকা-১০ আসনের জনপ্রতিনিধি, অত্র এলাকার জনগণ আমাকে তাদের সেবক বানিয়েছেন। আমার এলাকায় প্রায় চল্লিশটি আহলে হাদীস মসজিদ রয়েছে। এর অধিবাসী অধিকাংশই আহলে হাদীস। তাই নৈতিক দায়িত্ব মনে করে আমি নিঃস্বার্থভাবেই তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি এ দায়িত্বের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখিনি। আমি আহলে হাদীস পারিবারের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে দেশের আহলে হাদীস ভাইদের জন্যও আমার সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং অনেক দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রাণপুরুষ সাবেক সভাপতি মরহুম প্রফেসর ড. আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ.)-এর সাহচর্যলাভের সুযোগ পেয়েছি। আমি তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলাম। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। আমরা কায়মনোবাক্যে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাওসে উচ্চ আসন দান করেন। আমীন॥

আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং শুব্বানে আহলে হাদীসের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে যাব ইনশাআল্লাহ। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ দেশে আহলে হাদীসরাই প্রিয়নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকৃত উত্তরসূরী এবং কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণে তারাই অগ্রণী। তাছাড়া শির্ক-বিদআতমুক্ত সমাজ গঠন এবং তাওহীদ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় আহলে হাদীসদের ঐতিহাসিক খেদমত কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মরহুম আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী (রহ.) এ দেশের আহলে হাদীস সমাজকে একীভূত করে একটি অখণ্ড জমঈয়ত গঠন করে গেছেন। তাঁর অবদানকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। তিনি আমার পৈত্রিক নিবাস বেরাইদে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন একাধিকবার। আমরা তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শোনার সুযোগ পেয়েছি। বেরাইদবাসী এখনো তাঁর ঐতিহাসিক খেদমতের সুফল ভোগ করছে। মহান আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাওস নসীব করেন। আমীন!

সম্মানিত বিদেশী অতিথিবৃন্দ

আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক সুস্বাগতম। আপনারা আমাদের সম্মানিত অতিথি। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে আপনারা আমাদের মাঝে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনারা নবী করীম ﷺ-এর দেশ থেকে এসেছেন। তাই বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আপনাদের ভূমিকা থাকবে সবার শীর্ষে। আপনারা নবী করীম ﷺ-এর প্রকৃত অনুসারী। কারণ এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আপনারা ইসলামের হুকুম আহকাম পালন করার সুযোগ পেয়েছেন। এ দেশের প্রায় তিন কোটি আহলে হাদীসও সেই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে চলছে। আপনারা আমাদের মুসলিম ভাই। আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করেন। আপনারা আমাদের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান ওয়া মারহাবান বিকুম।

শুব্বান বন্ধুগণ!

মহানবী ﷺ বলেন, **"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (কিয়ামতে) জিজ্ঞাসিত হবে।"** গতকাল কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে শুব্বানের নতুন দায়িত্বশীল নির্বাচিত হয়েছে। যারা আগামী দুই বছরের জন্যে দায়িত্ব পালন করবে। আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাই, তাদের সাফল্য কামনা করি, পাশাপাশি দায়িত্বশীলগণ যেন নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে পারে, মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফীক কামনা করছি। আমি আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আশ্বস্ত করছি, আদর্শ ঠিক রেখে তোমরা কাজ করে যাবে, আমাকে তোমাদের পাশে পাবে। পরিশেষে মহানবী ﷺ-এর একটি বাণী দিয়ে বক্তব্য শেষ করতে চাই। তিনি ইরশাদ করেছেন : **"আমার প্রত্যেকটি উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু আবা বা অবাধ্য ছাড়া। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবা (অবাধ্য) কারা? তিনি বললেন, যাঁরা আমার আনুগত্য করল তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যারা আমার নাফরমানী করল তারাই হলো আবা বা অবাধ্য।** কাজেই আমাদের সকল কাজে কর্মে মহান আল্লাহ ও রাসূলে করীম ﷺ-এর আনুগত্য করা একান্ত উচিত। সবশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে সকলের ইহকালীন সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করে আজকের এ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেয। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

ঢাকা- তারিখ :
৩০-০৬-২০১১

আলহাজ্জ এ. কে. এম. রহমতুল্লাহ
মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১০
উপদেষ্টা
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রধান অতিথির ভাষণ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দু'দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দু'দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, সম্মেলনের শুভ উদ্বোধক মাননীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উপদেষ্টা আলহাজ্জ এ.কে.এম. রহমতুল্লাহ, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ, দেশী-বিদেশী অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, উপস্থিত ভাই ও বোনেরা

–আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

সর্বপ্রথমে আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর নেতৃবৃন্দকে যারা আমাকে অসংখ্য ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাথে সাথে আমি দু'দিন ব্যাপী এ সম্মেলনের সফল আনুষ্ঠানিকতার জন্য দু'আ করছি।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত। আমরা আরও সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের নবীজীর উপর অবতীর্ণ করে সে অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন– যাতে আমরা ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ লাভ করতে পারি।

উপস্থিত ডেলিগেটবৃন্দ,

ইসলাম আমাদের পবিত্র ধর্ম, যে ধর্মের মূলকথা হল শান্তি। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করার শিক্ষা ইসলামই আমাদেরকে শেখায়। মহানবী ﷺ-এর জীবনী থেকে আমরা মানুষের প্রতি দয়া, সহযোগিতা, ভালবাসা ও মমত্ববোধের শিক্ষা পেয়ে থাকি। বিদায় হাজ্জের ভাষণেও তিনি আমাদেরকে এ সব কথা বলে গিয়েছেন। তিনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের মহান আদর্শ প্রচার ও বাস্তবায়ন করাই আমাদের সকলের প্রধান দায়িত্ব।

সম্মানিত সুধী,

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ইসলামের মহান প্রচারক, সাধক ও আউলিয়াদের মাধ্যমে এ দেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হয়েছে। ইসলামের সেবক হিসেবে তাঁদের সুন্দর ও মার্জিত আচার-ব্যবহার এ অঞ্চলের মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেদিনের সুফী-সাধক ও আলেম-উলামাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের যে প্রভাব দেখা গেছে আজকের দিনে তা প্রায় অনুপস্থিত। আমাদেরকে

ইসলামের মূল্যবোধ ধারণ করে, ইসলামের প্রচার কার্য চালাতে হবে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম।

উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ,

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পথ অনুসরণ করে ন্যায়, সত্য ও মানব কল্যাণের পথে এগিয়ে যাওয়াই একজন মুসলিমের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। শান্তির ধর্ম ইসলামে হিংসা, হানাহানি, অরাজকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন স্থান নেই। তাই পবিত্র ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যাতে ইসলামের মহিমাকে কেউ ভূলুণ্ঠিত করতে না পারে সেদিকে আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে এবং এর গুরুদায়িত্ব একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সকলের উপর বর্তায়। এ মহান দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে পবিত্র ইসলামের সতেজ অনুভূতিকে জাগরুক রেখে তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

সমাগত অতিথিবৃন্দ,

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথায়-কাজে, আমলে-আখলাকে একজন ঈমানদার মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যা আমাদের ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সমাজে অনেক সময় মারাত্মক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এজন্য বঙ্গবন্ধু দেশের হাক্কানী আলেম সমাজ, উলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামের সঠিক মর্মবাণী তুলে ধরার মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করার মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সে সময়ে আলেম উলামাগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে অভিনন্দিত করেছিলেন। এছাড়াও তিনি স্বাধীনতার পর মাদরাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রমনা রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় ও জুয়া বন্ধ করেন এবং আইন করে মদ নিষিদ্ধ করেন। টঙ্গীতে ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ, কাকরাইলে তাবলীগ মসজিদের জন্য ভূমি প্রদান, বেতার ও টেলিভিশনে প্রোগ্রাম শুরু ও সমাপ্তিতে কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলন করেছিলেন। মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও এ দেশের ভাব মর্যাদা তুলে ধরে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

উপস্থিত সুধী,

বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬৪৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকার মোট ব্যয় সম্বলিত মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কাজ চালু করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার জন আলেম উলামার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সময়ে ৩১ লক্ষ ৮৬ হাজার জন শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ৫৮,৯৫০ জন বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা জ্ঞান এবং ২১ লক্ষ জন শিশু কিশোরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে সৌদী অর্থায়নে বায়তুল মোকাররম মসজিদ সম্প্রসারণসহ একটি সুউচ্চ ও সুদৃশ্য মিনার তৈরী করা হয়েছে। মসজিদের নীচ তলায় ৭০০০ জন মহিলা মুসল্লী একত্রে নামায পড়ার মত একটি মহিলা নামায কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণসহ আধুনিকায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ১৪০০ টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন এবং ৩০৪১ টি পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা

হয়েছে। এদেশের আড়াই লক্ষ মসজিদের পাঁচ লক্ষাধিক ইমাম ও মুয়াযযিনকে সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ এবং তাঁদের কল্যাণে সরকার ইমাম ও মুয়াযযিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আমাদের সরকার বিগত সময়েও যেমন উদ্যোগী ছিল, ভবিষ্যতেও আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

সম্মানিত সুধী,

আপনারা জানেন, পবিত্র হাজ্জ ইসলামের পাঁচটি রোকনের অন্যতম একটি 'রোকন'। শারীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য হাজ্জ পালন করা ফরজ। আমাদের বর্তমান সরকার গঠন করার পর ১৪৩০ হিজরী অর্থাৎ ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫৯ হাজার হাজী এবং ১৪৩১ হিজরী অর্থাৎ, ২০১০ সালে ৯০ হাজার ৬৯৬ জন হাজী নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে হাজ্জব্রত পালন করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক হাজী সুন্দরভাবে হাজ্জ পালন করে এসেছেন। আমাদের হাজ্জ ব্যবস্থাপনা দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আমরা এবারও ১৪৩২ হিজরী অর্থাৎ, ২০১১ সালের হাজ্জের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনারা দু'আ করবেন যেন, হাজ্জ ব্যবস্থাপনায় আমাদের সাফল্যকে ধরে রাখতে পারি এবং আমাদের হাজীগণ 'মাবরুর হাজ্জ' পালন করে নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে পারেন।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দ,

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর সম্পর্কে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তা হ'ল, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ– এ দেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। একই সাথে সংগঠনটি সমাজে অনাচার, ধর্মীয় কুসংস্কার, শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মুসলমানদের মধ্যে তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করছে। সাথে সাথে তারা দেশের দুর্যোগকালীন সময়ে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন প্রকার সমাজ সেবামূলক কাজ করে চলেছে। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর এ ধরনের মানবতাবাদী ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। আমি আশা করি তাদের এ শুভ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আজকের এ সম্মেলনে উপস্থিত ডেলিগেটসহ দেশবাসীর প্রতি আমার আহ্বান থাকবে-ইসলামের নামে যারা জঙ্গীবাদ, বোমাবাজী, নিরীহ মানুষ হত্যাসহ সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। যারা জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদে জড়িত তারা কোন মতেই ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে না। বরং তারা তাদের অপতৎপরতামূলক কার্যকলাপ দ্বারা সারা বিশ্বে পবিত্র ইসলামের গায়ে কলঙ্ক লেপন করে থাকে। এরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দুশমন। আমি বলতে চাই ইসলাম শান্তির ধর্ম; ইসলাম মানবতার ধর্ম। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে এই শান্তির ধর্মের ছায়াতলে রাখুন।

আমি জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দু'দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় সম্মেলনের সফলতা কামনা করে, আবারও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেয।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শুব্বান... দিন বয়ে যায়

–প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

শুব্বান নামটা শুনলে সুদূর অতীতের কত যে উদ্দীপনাময় ইতিহাসের কথা হৃদয়ে উদীপ্ত হয়ে উঠে তা যেন জীবন সন্ধ্যায় সোনালী প্রভাতের সওগাত ভীড় জমায়। হক ও বাতিলের পরীক্ষার প্রথম রণাঙ্গন বদর প্রান্তর। যুদ্ধের ব্যূহ রচনা করছেন সেনাপতি স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। 'আবদুর রহ্মান বিন 'আওফ (রা.)-এর উভয় পাশে দুই তরুণ মা'আয ও মু'আয। 'আবদুর রহ্মান (রা.)-এর মনটা একটু বিষণ্ন। কেননা সামনে কাফির প্রতিপক্ষ সাহসী-সুদক্ষ যোদ্ধাবৃন্দের উন্মুক্ত তরবারি চকচক করছে। জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে তাঁর ডানে-বামে যদি দক্ষ যুবক-যোদ্ধা থাকতেন তাহলে বলটা শাণিত হত। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। কাফিরদের রণব্যূহ ভেদ করে অসংখ্য কাফিরকে জাহান্নামে প্রেরণ করে সত্যের জয় যেন হাতের মুঠিতে। তরুণদ্বয় রণউন্মাদনায় অস্থিরভাবে 'আবদুর রহ্মান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করছে, চাচাজী আবূ জাহেলটা কোথায়? আমাদেরকে দেখিয়ে দিন তো। 'আবদুর রহ্মান বললেনঃ তাকে দিয়ে তোমরা কি করবে? সে তো সেনাপতি! ঐ দেখো কেমন রণসাজে তরবারি বর্শা শিরোস্ত্রাণ নিয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কথা শুনামাত্রই বাজপাখীর মতো মুহূর্তের মধ্যে কাফিরদের বেষ্টনী ভেদ করে আবূ জাহেলকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, সে আত্মরক্ষার আগেই ধরাশায়ী। মৃত্যু জেনে ফিরে এলো মর্দেমু'মিন মুজাহিদে শাবাব ঐ মু'আয ও মা'আয (রা.)। পরে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) আবূ জাহেলের মস্তক দেহচ্যুত করে ইসলামের কঠোর দুশমনকে নিহত করলেন। তারুণ্যের কি তেজ। যৌবনের কি জযবা। ইসলামের জন্য দীনকে বিজয়ী করার মানসে সে-কি জানবাজ জীবন কুরবানীর দৃঢ় প্রত্যয়।

উহুদের যুদ্ধে যাবার কি প্রবল ইচ্ছা-শুব্বানদের। এ ইচ্ছা তো উৎসবে বা মেলায় যাবার জন্য নয়। এ ইচ্ছা তরবারির নীচে জীবনকে রেখে শত্রুর মুকাবিলা করে দীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার! বুকের তপ্ততাজা রক্ত ঢেলে দিবার! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীকে উর্ধ্বে তুলে আসমানী সওগাত ফুরকানুল হামিদকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করার- আর কিছু নয়। এ পবিত্র বাণীকে জীবনের জয়গান গ্রহণ করে যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দেয়া। নেই পার্থিব লাভ-লোকসানের হিসেব। হিসেব কেবল মুহিব্বে রাসূল আর আল্লাহপ্রেম। ঐ যে হাতছানি দিয়ে ডাকে জান্নাত।

তরুণ নব্য যুবকের এক সারি সেনাপতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দণ্ডায়মান। যুদ্ধে যেতে চাই। একটাই দাবি। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'উসমান বিন যাইদ, যাইদ বিন সাবিত, 'উসাইদ বিন হুযাইর, বারা বিন 'আযিব, যাইদ বিন আরকাম, আরাবা বিন আউস, 'আম্র বিন হায্ম, সামুরাহ্ বিন জুনদুব, রাফি' বিন খাদিজ। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বয়সে শেষের দুজন কেবলমাত্র টিকে থাকল। তাদের বয়স ১৫ বছর।

এতো গেল মহানবীর সংস্পর্শে ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠার দিনের কথা। মহানাবী ﷺ সিরিয়া অভিযানে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা তুলে দিচ্ছেন শাবাব উসামা বিন যাইদ বিন হারিসার হাতে। যৌবনের শক্তি অপরিমিত, যৌবনের 'ইবাদাত দুর্লভ মূল্যবান, যৌবনের সেবা অফুরন্ত, যৌবনে দেশ ও জাতি গড়ার তেজ অক্ষয়, যৌবনের সাহস অকুতভয়। অথচ সেই শুব্বান শক্তি আজ ছিনিয়ে নিলো অপশক্তি, অকেজো করল অপসংস্কৃতি, খণ্ড বিখণ্ড করল তাগুত ও নিফাকের মদদগাররা। কিনে নিলো পেট্রোডিলার। মেধা-প্রতিভা পাচার হলো স্রোতের মতো ভিন দেশী আদর্শের আকর্ষণে কড়ির বিনিময়ে। আজ ইসলামকে, যুব শক্তিকে

পঙ্গু করার জন্য, যুবজাগরণকে রুখে দিবার জন্য ইসলাম বিরোধী শিবির অহর্নিশি অতি সুকৌশলে তৎপর। ইসলাম যে বিজয়ী শক্তি আর এ অমিত শক্তির উৎস যুব সমাজ যা মহান স্রষ্টার নি'আমত- এ কথা প্রতিপক্ষ খুব ভালই জানে। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস থেকে আমাদেরকে অনেক দূরে রাখা হয়েছে আমাদেরকে দিয়েই। অথচ তারা সে ইতিহাস ভুলেনি তো বটে, বরং বারংবার পড়ে আর পড়ে। অক্সফোর্ড, কেমব্রীজ, লণ্ডন, প্যারিস, বন, আর মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারে মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বর্ণময় লেখাগুলো সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ এবং অধ্যয়ন করা হয়। তারা জানে কীভাবে কিসরা, কাইজারের হাজার বছরের সম্রাজ্য, রোম, কনস্টান্টিনোপল রাজশক্তি মুসলিমদের করতলগত হয়। কীভাবে আইনুত তামার যুদ্ধে বন্দী হয়ে সিরিন ও নুসাইর খলীফা 'উমার (রা.)-এর রাজধানী মদীনা মুনাওয়ারায় এসে মুক্ত পরিবেশে তাদেরই সন্তান মুহাম্মাদ হাদীস বিশেষজ্ঞ হয়ে স্বপ্নের তাবীরে পারদর্শী হলো আর হেরে গেলো গ্রীক রোমান ও পারসিক জ্যোতির্বিদরা। কীভাবে নুসাইর পুত্র মূসা আর যুবক সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ বারবার স্পেন পর্তুগাল বিজয় করে ফ্রান্স বিজয়ের দোরগোড়ায় উপনীত হলো। কীভাবে সেই যুবশক্তি আঁধার ইউরোপের জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটাল– কর্ডোবা, গ্রানাডা, সেভিল, এছিজা, জায়েন এলাভরা তলেদোর বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানীরা। তারা জানে কীভাবে কর্দমাক্ত লন্ডনের পথে গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে মুসলিমরা রাজপথ বানালো, শিল্প-বিপ্লব ঘটাল। প্রমাণ করল মুসলিমরাই শ্রেষ্ঠ। তারা আরো জানে, কেমনভাবে মুসলিম শক্তিকে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে স্পেন থেকে বিতাড়িত করল সাড়ে সাতশত বছর রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে, সেই ১৪৯২ সালে। যে সালে মুসলিম নাবিক ও নৌ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কলম্বাস স্পেনের পর্তুগাল থেকে আমেরিকা আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হলো। আবিষ্কারের কৃতিত্বটা মুসলিমদের কিন্তু রাজ্যহারা, তাই সেটা কলম্বাস ছিনতাই করে নিলো। আর মুসলিমদের বোকা বানিয়ে এপ্রিলফুল করার জঘন্য নোংরামিতে মাতিয়ে তুলল হতভাগ্য এদেশীয় যুবক পড়ুয়াদের, যারা জানেনা সে করুণ কাহিনী।

তারা জানে যুবক মুহাম্মাদ বিন কাসিম কীভাবে ভারতবর্ষে আর্য অনার্য পুতুল পূজারীদেরকে পরাজিত করে শান্তির ধর্ম ইসলামকে নিয়ে এলো। ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে পীড়িত, বর্ণবাদের ঘৃণ্য শিকার, সমাজের শ্রেণী বৈষম্যকে ভেঙে চুরমার করে সকল মুসলিম এক কাতারে সামিল হলো। নেই বর্ণ গোত্র বংশ অর্থবিত্তের শ্রেণী বৈষম্য। সকলেই স্রষ্টার সৃষ্টি। সেই সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, যে তাকওয়ায় সেরা ও প্রভুভক্তিতে অটল। একদিকে ইউরোপীয় সমাজ জেগে উঠল অন্যদিকে ভারতীয় সমাজও বিপ্লবের নতুন দিশা পেল। মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সর্বত্রই ইসলামের সাম্যমৈত্রীর জয়গান। নেই পুতুল পূজা, প্রতীক পূজা, মূর্তির পূজা, মৃতের পূজা– সর্বত্রই এক আল্লাহর 'ইবাদাত। নেই কোন ফোপরদালালের অংশীবাদ। সেই ৬ষ্ঠ শতক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তৎকালীন পরিচিত বিশ্বে মুসলিম যুবশক্তি অজেয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, চিকিৎসা, স্থাপত্য, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম যে সভ্যতার লালন-পালন করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল তা-কি অত সহজে খৃস্ট ও পৌত্তলিক জগত হজম করতে পারে?

মুহাম্মাদ ঘোরী যে পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করল, সুলতান মাহমুদ যে ভারত ভাগ্য-দেবতা সোমনাথকে তছনছ করে প্রমাণ করল সবই চালাকি আর ভণ্ডামী করে জনগণের অর্থ লুঠ করার অপকৌশল। তবুও অন্ধ বিশ্বাস। এ তো ছাড়া যায় না। এরা জোট বেধে মুসলিম যুবকদেরকে কীভাবে বিপদগামী করে প্রজন্মকে নষ্ট ভ্রষ্ট করা যায় সেই কুটকৌশলে ব্যস্ত। ওরা এখন ইউনিপলার বিশ্ব, মুক্তবাজার অর্থনীতি এমনভাবে মুসলিম বিশ্বকে বন্দী করে চলেছে।

আজ আমরা এক চরম দুর্দিনে। কে ধরবে হাল? আজ তৈলসমৃদ্ধ, মানব-সম্পদ সমৃদ্ধ, খনিজ-সম্পদ, সাগর-সম্পদ যে মুসলিম জনপদে। যে কোনভাবেই হোক তা হস্তগত করতে হবে। তাদের মাঝে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং ওয়ানটাইম ইউজ যন্ত্র টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল– এসব দিয়ে যুবসমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আজ মুসলিম বয়োজ্যেষ্ঠ ও যুবক তরুণ সবাইকে ইতিহাস জানতে হবে– সেই বদরের রণক্ষেত্র, উহুদের রক্তাক্ত প্রান্তর, পবিত্র কা'বার তাওয়াফ, আরাফাতের সম্মেলন আর রুনাজারি– যুদ্ধ ও শান্তিতে মুসলিম কখনও স্রষ্টার সান্নিধ্য ছাড়েনি, তাই তারা ছিল বিজয়ী। আজ আমরা স্রষ্টার সাথে ভণ্ডামী করছি– অথচ নিজে যে ভণ্ড হয়ে সাধু সেজেছি তা ক'জন উপলব্ধি করছি। বদর রণক্ষেত্রে বিশ্বনবীর সে-কি সাশ্রু নয়নে মুনাজাত প্রভুর সাহায্য কামনায়! তা-কি মনে পড়ে?

বিশ্বনাবী ﷺ যুবক 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রা.)-কে বললেন– হে 'আবদুল্লাহ! তুমি যদি রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে তবে কতই না ভাল হত। তারপর ইবনু 'উমার আর কখনো তাহাজ্জুদ বাদ দেননি। গভীর রাতে প্রভুর নিকট অশ্রু ঝরিয়ে যে অমূল্য সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তা কি বেনযীর নয়? আজ ক'জন যুবক তাহাজ্জুদগুজার? ক'জন শুব্বান এ রাতের রুনাজারীতে স্রষ্টার মদদকামী। ইসলাম আজ অপরিচিত! মুসলিমকে দেখে ইসলাম চেনা যায় না। সেদিন মুসলিমকে দেখে অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল- আর আজ?

একদা পরাজিত শক্তিরা আজ যে আমাদের সকল দিক দিয়ে পরাজয়ের শিকল হাতে, পায়ে, গলায় পরিয়ে ঘুরাচ্ছে তা-কি বুঝবার সময় এখনো আসেনি? ইয়াজূজ মাজূজ আর দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষায় আছ বুঝি? আছারে সুজুদ ও কল্‌বে মরিচার চিহ্ন তো একত্রে থাকতে পারে না। 'আছারে সুজুদ' আর 'কাল্লা বাল রানা আ'লা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকছিবুন' যখন প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে মিটিয়ে দিবে তখনই কল্‌বে সলিম পয়দা হয়ে ইব্‌রাহীমী তাওহীদী চেতনা আর মুহাম্মাদী তাকওয়া প্রভুর রহ্‌মাতের সরোবরে শুব্বানের জন্য অবগাহন সম্ভব হবে।

আজ নেতৃত্বের সংকট, কিন্তু কর্তৃত্বের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর দাপট। আজ নেতৃত্বে গুণাবলী অর্জন অপেক্ষা আরোপিত নামাবলী গায়ে ছড়িয়ে পদ অর্থ প্রভাব আর নাম-মর্যাদার আকর্ষণ ও দাবী সর্বাগ্রে– নইলে আমি সংগঠনে নেই। সেই কবে শুব্বানের জন্ম, যে কীর্তিমান বয়োশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষের বিপুল উৎসাহ ও আশায় এমনি সৌদি মেহমানদের উপস্থিতিতে! তার ধারাবাহিকতা রক্ষা হলো না কেন? গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি, সদস্য ফরম সবকিছুই করা হলো ক্যাডারভিত্তিক সদস্য-কর্মী-নেতা তৈরীর জন্য তার সফলতার কটি ধাপ অতিক্রম সম্ভব হলো। এমন এক বুর্জুয়া মনোভাব প্রভাব বিস্তার করল যে, নিজের বাড়ীতেই প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইয়ারমুক যুদ্ধ চলছে। সেনাপতি জায়াকে ঐ অপরাধী বিনীতভাবে করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছে, আমাকে শৃংখলমুক্ত করে দিন, যুদ্ধ শেষে আবারও আমি ফিরে আসব এ বন্দী শিকলে। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চলছে আর আমি মুসলিম যোদ্ধা এক মুহূর্ত এমনভাবে বন্দী থাকতে পারছি না। তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো। তরবারি নিয়ে সে-কি অমিত তেজ আর বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শত্রু সৈন্য নিধন করে যুদ্ধের গতি মুসলিম অনুকূলে আসলো।

ভুল, অন্যায়, অপরাধ হবে, তার সুরাহা হবে। তাই বলে গোটা সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে? এ যে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। নেতৃত্বের গুণাবলীতে এ ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম নেই। থাকতে পারে না।

এদেশে তাওহীদ আর সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা এবং শিরক ও বিদ'আত বিতাড়ন যেমন হারে চলছে এমনটি চললে হাজার বছরেও কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না। ফিডার সংগঠন ও তার সংযোগ সবটাকে হিংসা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, আমিই বড়, ভয়-ভীতি বর্জন করে সার্বক্ষণিকভাবে আত্মনিবেদন না করা পর্যন্ত ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। গঠনতন্ত্রকে লঙ্ঘন করে যদি প্রভাবশালী ভিন্ন মত ও আদর্শের ক্ষমতার বলয়ে আত্মসমর্পণ করা হয় তবে আশার প্রদীপের আলোতে পথ চলা দুরূহ হবে।

বড় লোকদের কথামত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নীতি ঢেকে রেখে চলার নীতি গ্রহণ করলে আজকের যে জমকালো আয়োজন –তা ধরে রাখা সম্ভব কি-না ভবিষ্যতই বলে দিবে।

পদে থাকলে সংগঠনের কাজে আন্তরিক, তাবলীগ, তানযীম, তাহরীক আর যদি পদে নেই তো কোথাও নেই। কোন একটা ক্রটির জন্য একজনের অন্যান্য মূল্যবান গুণাবলীরও কদর নেই। এ দেশে বেনযীর তাওহীদ ও সুন্নাহর আন্দোলন যারা করে আজ তাদের ত্যাগ ও কুরবানী আমরা ভুলতে বসেছি। একটা স্রোতস্বিনী যদি পলি ভরাট হয়ে যায় তবে ড্রেজিং ব্যতীত বিকল্প কিছু থাকে না। আর ড্রেজার ড্রাইভার যদি সার্বক্ষণিক স্টিয়ারিং-এ না থাকে তবে নাব্যতা আসবে কী? একজন ব্যক্তির উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি, পরহেজগারী, বিত্তবৈভবে উচ্চাসনে অধিষ্ঠান। আর একটা সংগঠনের উন্নতি-প্রগতি বিস্তার-প্রসার কয়েকজন বিত্তবানের মুক্তহস্তের অবদান কি সমাজ ও জাতির চেহারাকে বদলে দিতে পারে না? কিন্তু ঐ একক ব্যক্তির দ্বারা তা সম্ভব না। সংগঠন, প্রতিষ্ঠান দলের অপরিহার্যতার কথা কালামুল্লাহ শরীফে তাকিদ সহকারে উচ্চারিত। সে ফরযিয়াত আমরা ভণ্ডুল করছি অহংবোধ ও আত্মগরিমায়- যা হারাম।

পরিশেষে মহান মা'বূদের নিকট আকুল প্রার্থনা, ব্যাকুল আকুতি- আর দশটি অনুষ্ঠানের মতো যেন এটিও না হয়। আয়োজন মহা ধুমধামে জাঁকজমক সহকারে বিশিষ্টবর্গের জ্ঞানগর্ভ ভাষণ আর গুণীজনের কমিটি হয়। তারপর? তার আর পর নেই। লাভ যে মোটেই হলো না –তা নয়। জেলা থেকে অনেকদিনের অদেখা মুখ একত্রিত হয়ে চেনা হলো। বুকভরা আশা আর অতীতের বুকখালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে আসা মনের কোনে ঝাপসা আলো-আধারে ক্ষীণ আশার আলো যদি উঁকি দেয়– হে শুব্বান জেগে উঠো– হে শুব্বান পিতারা! ওদেরকে জাগতে দিন, বেলা শেষে নিবেদন এটুকু। একটি অতীত ঘটনার কথা বলে শেষ করছি। ১৯৮১ সাল। আমি তখন মেহেরপুর সরকারী কলেজে সহকারী অধ্যাপক। মাওলানা আসাদুল্লাহ আল-গালিব আসলেন। দু'জনে মিলে হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা হতে একটা প্রোগ্রামে যেতে হবে। মেহেরপুর থেকে বামুন্দী। তারপর ৪/৫ মাইল হবে হাড়াভাঙ্গা। বর্ষাকাল হাঁটু পর্যন্ত কাদা। মাঝে মধ্যে পিচ্ছিল জমির আইল। অবশেষে কষ্টেশিষ্টে দুপুর গড়িয়ে গেল অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাতে। তারপর টানা প্রোগ্রাম। প্রশিক্ষণ চলল দুপুর-রাত পর্যন্ত -আগত যুবকদের সাথে ব্যক্তিগত সংশোধনী সবক। সেদিনের মত অত কষ্ট হয়নি, তবে বহু সময়-দিন পেরিয়ে গেছে। ঐক্যবদ্ধ স্বপ্ন বাস্তবে বিভক্ত হলো। এখনও বিভক্তির পালা বোধ হয় শেষ হয়নি– কেননা ঐক্যের বাঁধন বারবার ছিড়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশেষ মদদে এখনও মূল দল টিকে আছে মাত্র। এর অগ্রযাত্রা কামনা করি। শুব্বানদের শ্রম, সময়, মনন, চেতনা ও মেধা-পরিশ্রম বুদ্ধি ও পরিমিতবোধ জাগ্রত হোক– এ প্রার্থনা সতত।

[লেখক : সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপদেষ্টা, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সরকারী বি.এল কলেজ, খুলনা]

স্বনির্ভর শুব্বানে আহলে হাদীস

–প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এ দেশের আহলে হাদীস ছাত্র-যুবকদের এমন একটি প্লাটফরম, যার মাধ্যমে যুবক ও তরুণরা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস চর্চা, অনুশীলন ও অনুসরণ করার সুযোগ লাভ করছে। পাশাপাশি দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি শিক্ষাঙ্গণ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদভিত্তিক এর সাংগঠনিক কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে সংগঠনটির গঠনতন্ত্র সংস্করণ করে শুব্বান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা অনুমোদিত হয়। এই বিভাগটিই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অঙ্গ-সংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' নামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা মহানগরীর ঐতিহ্যবাহী বংশাল জামে মসজিদে তৎকালীন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ 'আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে দেশের সকল অঞ্চল থেকে আগত আহলে হাদীস ছাত্র-যুবকদের নিয়ে শুব্বানের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কয়েকটি মুসলিম দেশের সম্মানিত কুটনীতিবিদসহ জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। শক্তিশালী গঠনতন্ত্র সাবকমিটি শুব্বান সংগঠনটির জন্য একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে, যা ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

সংগঠনটি সূচনা থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আহ্বায়ক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। অতঃপর ১৯৯৯ সালের ৪, ৫ ও ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিন ৫ নভেম্বর-১৯৯৯ এ শুব্বানের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম সভাপতি এবং শাইখ এজাজুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মূলত তখন থেকে সংগঠনটি সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় তাদের কার্যক্রমে কিছু উত্থান-পতন ঘটলেও বর্তমানে শুব্বানের নওজোয়ানদের মধ্যে এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার বইছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলা এবং তৃণমূল সংগঠনগুলোও নব উদ্যোমে কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, এ সংগঠনটির রেনেসাঁ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও শুব্বানের কার্যক্রম শক্তিশালী হতে থাকে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের কিছু সনামধন্য কলেজেও সংক্ষিপ্তভাবে হলেও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাদের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে শুব্বানকে অবশ্যই স্বনির্ভর হতে হবে। এ জন্য উর্ধ্বতন সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসকে এগিয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ অভিভাবকের সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে।

'শুব্বান' শব্দটি আরবী, বিধায় এর অর্থ আমাদের দেশের বেশীরভাগ মানুষের কাছেই অজানা। শুব্বান শব্দের অর্থ হলো 'যুবক'। তাই এটাকে ছাত্র-যুবকদের সংগঠন বলা হয়। এই তরুণ ও যুবকদের তাওহীদী সংগঠনটি স্বনির্ভর না হলে এর স্থায়ীত্ব টিকে থাকবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মনোনীত দীনের দাওয়াত, জনসেবা, পরিবেশ উন্নয়ন, সর্বোপরি দেশ ও সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধন ইত্যাদি কার্যক্রম এবং তাদের গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলে দিনের পালাবদলে এক সময় তা নিস্তেজ হয়ে পড়বে। সেজন্য শুব্বানকে স্বনির্ভর হতেই হবে, এর কোন বিকল্প পন্থা নেই।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র ২০০৩ বর্তমানে অনুসরণীয়। এর পৃষ্ঠা-১০, দশম অধ্যায়, ধারা-১৯ (ক)-তে উল্লেখ আছে যে, "জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এর আয়ের উৎস : *"নিজস্ব উৎস যথা প্রকল্প আয়"* থেকে। উক্ত ধারার (ঙ)-তে বলা হয়েছে, *"কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার*

আলোকে শরী'আত অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হবে"। এখন কথা হচ্ছে শুব্বান যদি তাদের গঠনতন্ত্র মোতাবেক নিজস্ব উৎস তথা প্রকল্প আয়-এর আলোকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর না হয়, তাহলে আকাশ থেকে মান্না-সালওয়া নাযিল হবে কী? এ জন্য আয়ের উৎস হিসেবে তাদেরকে নানাবিধ শরী'আত সম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ কাজে অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুনজর থাকা নিতান্তই জরুরী। শুব্বানের গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত ১৯ ধারার (খ)-তে বলা হয়েছে। *"এ সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে কোন বায়তুল মাল গ্রহণ করবে না। তবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল স্তরে বায়তুল মাল সংগ্রহে কেন্দ্রীয় জমঈয়তকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবে।"* যেহেতু গঠনতান্ত্রিকভাবে তারা কোন প্রকার বায়তুল মাল সংগ্রহ করতে পারবে না, সেহেতু শরী'আত সম্মত উপায়ে আর্থিক স্বনির্ভরতা তাদের জন্য খুবই জরুরী। কেননা শুধু কর্মীদের মাসিক ইয়ানত, শুভাকাঙ্খীদের দান-অনুদান ইত্যাদি দিয়ে একটি সংগঠন চলতে পারে না, আর চললেও খুড়িয়ে খুড়িয়ে এক সময় হুচট খাবে।

তবে দেরীতে হলেও শুব্বান সংগঠনের কতিপয় উৎসাহী যুবকের প্রচেষ্টায় "রুটস্ অর্গানাইজেশন অফ বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি অর্থনৈতিক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল ২০০৫ সালে। যদিও এটি সংগঠনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত ছিল না। কিন্তু তারা বোধ হয় খুব একটা বেশী এগুতে পারেনি। অতঃপর "শুব্বান ফাউন্ডেশন" নামে তারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এর সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন এ্যক্ট এ নিবন্ধিকরণ করেছে গত ২০০৮ সালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উক্ত ফাউন্ডেশনটি সমালোচিত হয়। সে সময় আমি এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমার যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলাম। তাছাড়া পত্রযোগে প্রফেসর এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান সাহেব "শুব্বান ফাউন্ডেশন" এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে মন্তব্য লিখে পাঠান।

জমঈয়ত শুব্বানে আহ্‌লে হাদীস বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভর এখন সময়ের দাবী। এ দূরূহ কাজটি করতে হলে তাদেরকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর হিতৈষী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে এগুতে হবে। এ ধরনের কাজে বাধা আসতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কোন বিকল্প নেই। শুব্বান ফাউণ্ডেশন এর সংক্ষিপ্ত মেমোরেণ্ডামটি আমি মনোযোগের সাথে পড়েছি এবং এখনো এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। আমার বিশ্বাস তাদেরকে কাজ করতে দিলে এক সময় তারা স্বনির্ভর হবে ইনশাআল্লাহ। আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য তারা নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে :

১. উৎপাদনমুখী প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে আহলে হাদীস ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় অগ্রসর হওয়া।

২. প্রাথমিকভাবে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা এবং পর্যায়ক্রমে প্রকাশনা ফার্ম প্রতিষ্ঠা করা।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। এতে একদিকে শুব্বান যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, পাশাপাশি সংগঠনটির অর্থনৈতিক ভিতও মজবুত হবে।

৪. ব্যাপক দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে সংগঠনের জনশক্তি তৈরি করা এবং তাদের থেকে সংগৃহীত ইয়ানাত দ্বারা সংগঠনের রিজার্ভ শক্তিশালী করা

৫. ইনকাম জেনারেটিং অন্যান্য প্রজেক্ট গ্রহণ করা।

৬. খিদমতে খালক জাতীয় কাজে অংশগ্রহণ করা এবং এ কাজে অন্যকেও উৎসাহিত করা।

৭. বিভিন্ন রকম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয়া। যেমন ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল টেকনোলজী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। এগুলো ইনকাম জেনারেটিং

প্রজেক্ট এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শরী'আত সম্মত উপায়ে অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করে খিদমতে খালকের পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রম বেগবান করা সহজতর হবে।

উল্লেখ্য যে সব প্রজেক্টগুলো ঢাকা কেন্দ্রিক হবে এমনটি নয়। অন্যান্য বিভাগীয় বা জেলা শহরেও এসব কার্যক্রম চলতে পারে। এ কাজগুলো সবাই ভাল চোখে দেখবে না, তবুও পিছনে ফেরা যাবে না, এগুতে হবে। শুব্বান স্বনির্ভর প্রকল্পগুলো প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অর্জন করতে পারবে।

ক. ছাত্র-যুবকদের লেখা-পড়া শেষ হলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের এমন কোন প্রকল্প নেই যেখানে তাদের ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শেষ করে চাকরির সুব্যবস্থা হবে। নইলে তারা যাবে কোথায়? মনে রাখতে হবে, শুধু মসজিদ-মাদরাসায়, ইমাম, খতীব, কাজী এ জাতীয় ভাল কাজের সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকলে চলবে না। সমাজে বা রাষ্ট্রে সর্বক্ষেত্রে স্থান করে নিতে হবে যোগ্যতার বলে।

খ. তাদের অভিজ্ঞতা স্বনির্ভর প্রকল্পে অন্যান্য কাজে ও স্থানে ব্যয় করতে পারলে তাতে সমাজ উপকৃত হবে।

গ. আহলে হাদীস সমাজে তাদের কদর ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ফলে সর্বমহলে তারা সমাদৃত হবে এবং জনগণ সার্বিকভাবে এর সুফল পাবে।

ঘ. ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র উপকৃত হবে। দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হবে।

ঙ. সরকারী ও বেসরকারী (NGO) প্রতিষ্ঠানের সুনজরে পড়বে এবং সাহায্যের হাত এগিয়ে আসবে।

চ. শুব্বান শব্দটি ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করবে এবং মানুষ এর প্রতি আগ্রহী হবে। ফলে কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী বৃদ্ধি পাবে। মানুষের মাঝে যখন কুরআন সুন্নাহ চর্চা বৃদ্ধি পাবে তখন এমনিতেই সমাজ থেকে অনৈতিকতা, পাপাচার, সন্ত্রাস, মিথ্যাচার ইত্যাদি দূরীভূত হবে এবং শান্তিময় সমাজব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আরেকটি ব্যাপার মনে রাখতে হবে। স্কুল, এতিমখানা, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু ছেলেরাই লেখা পড়া করে না। পাশাপাশি মেয়েরাও লেখাপড়া করে থাকে এবং বর্তমানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই লেখাপড়ায় ভাল ফল অর্জন করছে। সুতরাং দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অর্ধেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়ে ছাত্রীদেরকে কিভাবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে একত্রিত করা যায় তারও চিন্তাভাবনা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদেরকে বাদ দিয়ে আহ্‌লে হাদীস এর সার্বিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভবন নয়। এ ব্যাপারে শুব্বান তাদের অভিভাবক সংগঠন জমঈয়তের পরামর্শ নিতে পারে। পাশাপাশি আরেকটি কাজ তাদের করতে হবে তা হলো শিশু-কিশোরদের নিয়ে কর্মসূচী। বাংলাদেশে বহু সংগঠন আছে শিশু-কিশোরদেরকে নিয়ে। সরকারী পর্যায়ে শিশু একাডেমী আছে যা মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঐ সমস্ত শিশু-কিশোর সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান শিশুদের নাঁচ-গান, চিত্রাঙ্কন উপস্থিত বক্তৃতা, কবিতার আসর, ভ্রমণ, অভিনয়, খেলাধূলা নানাবিধভাবে এক্সট্রা কারিকুলাম একটিভিটিসের মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক উৎকর্ষ করার কাজে লিপ্ত। ধর্মীয় কাজকর্ম ও অনুশীলন ঐ সমস্ত স্থানে উপেক্ষিত। সেক্ষেত্রে শুব্বানের উচিত হবে অভিভাবক সংগঠন জমঈয়তের পরামর্শে দেশের আহলে হাদীস সমাজের শিশু-কিশোরদের এক প্লাটফরমে এনে সহীহভাবে ধর্ম অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করা। শরী'আত সম্মত অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। খেয়াল করার বিষয় যে আজকের শিশু-কিশোররাই ভবিষ্যৎ দেশের ও সমাজের কর্ণধার। তাদেরকে সঠিকভাবে গাইড করতে পারলে তারাই সমাজ ও দেশকে ভালর দিকে এগিয়ে নিতে পারবে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বর্তমান গঠনতন্ত্রে মহিলাদের বেলায় "খাওয়াতীন" এবং শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে "আতফাল" বিভাগ সংযোজন হয়েছে। কাজগুলো এগিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে জমঈয়তের একার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় শুব্বানকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ ইয়াতীম সংগঠন নয়। এর একটি শক্ত অভিভাবক আছে। হতাশা হবার কোন কারণ নেই। শুব্বানের শিশু-কিশোরদের নিয়ে একটি আতফাল বিভাগ থাকা উচিত এবং এর জন্য একজন সেক্রেটারী কিংবা এ জাতীয় পদ থাকা দরকার। এ ব্যাপারে তাদের আসন্ন কনফারেন্সে শুব্বানের গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন সংযোজন অনুমোদন করিয়ে নিতে পারে। আশা করি জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিজ্ঞ ও সম্মানিত সকল সদস্য স্বনির্ভর শুব্বানের কাজকর্মে সহযোগিতা করবেন। শুব্বানের নিবন্ধিত অতি সংক্ষিপ্ত "শুব্বান ফাউন্ডেশন" মেমোরেন্ডামটিতে তাদের "এজিএম"-এর মাধ্যমে আরও ব্যাপক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধির জন্য এবং সমাজ সেবামূলক কাজকর্মের সাথে সাথে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পের উল্লেখ থাকা দরকার। স্বনির্ভর শুব্বানের জন্য বিভিন্নমুখী শরী'আত সম্মত কাজকর্মের দিক নির্দেশনা থাকা চাই। যা আছে তা অপ্রতুল মনে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের ও তাদেরকে তাওফীক দিন

[লেখক : মনোচিকিৎসাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস]

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর
৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১১
এর সাফল্য কামনা করছি

গ্লোরিয়াস বাংলাদেশ স্কুল
(প্লে গ্রুপ থেকে ৮ম শ্রেণী)
বাসা- ১, রোড- ৪/৬, ব্লক- সি, সেকশন- ১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭১৬-০১১০৭৯, ০১৭১২-৫২৫৫৩০

সুদ মানবতার জন্য অভিশাপ

–সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম

রিবা বা সুদ অর্থনীতির পুরনো ও জটিল একটি বিষয় এবং শোষণের হাতিয়ার। বেদ, তাওরাত ও ইনজিলে সুদকে সমস্যা হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং হিন্দু ও ইয়াহূদী সংস্কারকগণ সুদী কারবারের নিন্দা করেছেন। মিসর, রোম, গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি এলাকায় সুদ নির্মূলে আইন রচিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে ওয়াশিংটনে আইএমএফ-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বীকার করা হয়েছে যে, সুদের উচ্চ হারই বিশ্বের সর্বত্র উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

ربا 'রিবা' আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো বৃদ্ধি, আধিক্য, অতিরিক্ত, স্ফীতি, সম্প্রসারণ ইত্যাদি। ইসলামে সকল বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলা হয়নি; বরং ইসলামী শরীয়তে কেবল সেই বৃদ্ধিকে 'রিবা' বলা হয়েছে, যা প্রদত্ত ঋণের আসলের উপর ধার্য ও আদায় করা হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, জাহেলিয়াতের যুগে আরব দেশে মানুষ অর্থ ধার দিত, অতঃপর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে পূর্বচুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতো, অথচ আসল অপরিবর্তিত থাকত। অনেকে পণ্যসামগ্রী ও শস্য ধার দিত এবং অতিরিক্ত পণ্য ও শস্যসহ আসল ফেরত নিত। তদানিন্তন আরবে আসল ঋণের উপর ধার্য ও আদায়কৃত এই অতিরিক্ত অর্থ, পণ্য বা শস্যের পরিমাণকে বলা হতো 'রিবা'। আল কুরআন এবং সুন্নাহতে এ 'রিবা'কে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

'রিবা' বা সুদ দুই ধরনের। যথা : ১. 'রিবা নাসিয়া' ও ২. 'রিবা ফদল'।

রিবা নাসিয়া (الربا النسيئة)

সাধারণত ঋণের ক্ষেত্রে 'রিবা নাসিয়া'র উদ্ভব হয়। এ শ্রেণীর রিবাকে জাহিলী যুগের রিবা (ربا الجاهلية), প্রত্যক্ষ রিবা (ربا المباشر), কুরআনে বর্ণিত রিবা (ربا القران), ঋণের রিবা (ربا القروض), ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম একে (الربا الجلي) তথা প্রকাশ্য রিবা বলেছেন। ঋণদাতা কোন অর্থ বা পণ্য ঋণ হিসেবে দেয়ার বিনিময়ে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সময়ের ব্যবধানে পূর্বনির্ধারিত হারে বা পরিমাণে ঋণ বাবদ দেয়া অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে তাকে বলা হয় 'রিবা নাসিয়া'। মনে করি, ক খ-কে ১০০ টাকা এক বছরের জন্য এ শর্তে ধার দেয় যে, এক বছর পরখ উক্ত ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরও ২০ টাকা ফেরত দেবে। তাহলে এই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা হবে 'রিবা নাসিয়া'। এভাবে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে ১০০ কেজি লবণ এ শর্তে ধার দেয় যে, ছয় মাস পর ঋণগ্রহীতা ১২০ কেজি লবণ ফেরত দেবে, তাহলে এই অতিরিক্ত ২০ কেজি লবণ হবে 'রিবা নাসিয়া'।

রিবা নাসিয়া কুরআন দ্বারা নিষিদ্ধ। এ সংক্রান্ত আয়াতগুলো ৪টি স্তরে নাযিল হয়।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের প্রথম আয়াত নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কী যুগে এবং হিজরতের ৫ বছর পূর্বে। এ আয়াতে বলা হয়েছে :

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

"মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু যে যাকাত তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দিয়ে থাকো, (তা-ই বৃদ্ধি পায়;) তারাই সমৃদ্ধিশালী।" (সূরা রূম : ৩৯)

দ্বিতীয় আয়াত :

হিজরতের কাছাকাছি সময় ইয়াহূদীদের অতীত কীর্তিকলাপ উল্লেখ প্রসঙ্গে নিষ্ঠুর অর্থলোভী ইহুদিদের সুদখোরীর কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য, আর আমি তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি তৈরি রেখেছি।" (সূরা নিসা : ১৬১)

তৃতীয় আয়াত :

রাসূলে করীম ﷺ-এর মাদানী যুগে উহুদ যুদ্ধের পর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এই চক্রবৃদ্ধি সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা আ-লে ইমরান : ১৩০)

সর্বশেষ আয়াত :

সুদ সম্পর্কে আল-কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হয় মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনমিশন যখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সে সময়। উমর (রা.) রিবাসংক্রান্ত সূরা বাকারার আয়াতকে রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেন, "শেষ যে আয়াত রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিল হয়েছিল তা ছিল আয়াতে রিবা।"

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ-

"যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তিরই মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে : ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার কাছে তার রবের এ নির্দেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা আবার আরম্ভ করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾

"আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।" (সূরা বাকারা : ২৭৬)

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"যারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরা বাকারা : ২৭৭)

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ – فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর সুদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না"। (সূরা বাকারা : ২৭৮-২৭৯)

এভাবে একটি অতি পুরনো ও জটিল ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও সহজ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন।

রিবা ফদল

সমজাতীয় দ্রব্য হাতে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে 'রিবা ফদল'-এর উদ্ভব হয়। এ শ্রেণীর রিবাকে ব্যবসায়ের রিবা (ربا البيوع), সুন্নাহ বর্ণিত রিবা (ربا السنة) ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম এ শ্রেণীর নগদ রিবাকে অপ্রকাশ্য রিবা (ربا الخفي) বলেছেন। কোন দ্রব্যের সাথে একই জাতীয় দ্রব্য বাড়তি পরিমাণ বিনিময় করলে দ্রব্যের উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবা ফদল' বলা হয়। যেমন, এক কেজি উন্নতমানের খেজুরের সাথে দুই কেজি নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা হলে নিম্নমানের খেজুরের ঐ অতিরিক্ত এক কেজিই হবে 'রিবা ফদল'।

عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. (رواه الترمذي)

উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, "স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান হতে হবে; রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান হতে হবে; খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান সমান হতে হবে; গমের বিনিময়ে গম সমান সমান হতে হবে; লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান হতে হবে; যবের বিনিময়ে যব সমান সমান হতে হবে; এগুলোর লেনদেনে যে ব্যক্তি বেশি দিল এবং বেশি গ্রহণ করল সে সুদে লিপ্ত হলো। রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ তোমরা যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পার। খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পার। (তিরমিযী)

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال على النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردى فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى

الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. (رواه البخارى)

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা.) নবী ﷺ-এর নিকট উন্নতমানের কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "এগুলো কোত্থেকে এনেছো? বিলাল (রা.) জবাবে বললেন, "আমাদের কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল, সেগুলোর দুই সা' দিয়ে এক সা' ক্রয় করেছি। এটা নবী ﷺ-কে খাওয়ানোর জন্য। তখন নবী ﷺ বললেন, ওহ! এটাই রিবা, এটাই রিবা, এটা করো না। যদি উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করতে চাও, তাহলে তোমার কাছে যে খেজুর আছে তা প্রথমে বিক্রি করে দেবে অতঃপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করবে। (বুখারী)

عن جابر (رضــ) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا و مؤكله وكاتبه و شاهديه وقال هم سواء. (رواه مسلم)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলের ওপর লা'নত দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী। (মুসলিম)

عن أبي هريرة (رضــ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. (رواه ابن ماجه و البيهقي)

আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুদের ৭০টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো আপন মাকে বিয়ে করার ন্যায়। (ইবনে মাজাহ)

সম্পদ বরাদ্দে সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

সুদ ভিত্তিক ঋণের একটি স্থায়ী প্রবণতা হচ্ছে যে, তা সর্বদাই সাধারণ মানুষের স্বার্থের মোকাবিলায় ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ প্রধানত তারাই পায় যারা বিত্তশালী। সৌদী আরব মনিটরি এজেন্সির সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. এম. ওমর চাপরা সুদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন; সুদ ব্যাংক ব্যবস্থায় পুঁজি বণ্টনে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বৃহৎ ও সর্বাধিক নগদ অর্থের অধিকারী কোম্পানীকে অর্থ যোগান দেয় অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে। যদিও জনগণের বৃহত্তর অংশের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর জমাকৃত অর্থই ব্যাংকের আমানতের প্রধান উৎস, তবু এ অর্থের সুবিধা প্রধানত বিত্তশালীরাই ভোগ করে। জাস্টিজ তাকী উসমানী বলেন–১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্টেট ব্যাংকের তথ্যে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে ২,১৮৪,৪১৭ জন জমাকারীর মধ্যে মাত্র ৯২৬৭ জন জমাকারী সর্বমোট ৪৩৮.৬৭ বিলিয়ন রুপী ব্যবহার করেছে যা ব্যাংকসমূহ থেকে প্রদত্ত ঋণের ৬৪.৫ শতাংশ।

উৎপাদনের উপর সুদের বিরূপ প্রভাব

সুদী ব্যবস্থায় শক্তিশালীকে সহায়ক জামানতের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা হয় এবং ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহারকে ঋণ বরাদ্দের প্রধান বিবেচ্য বিষয় বা মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। সুদী ব্যবস্থায় সুদ দিতে পারলেই ঋণ পাওয়া যায়, এ কারণে এ ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন ঋণ গ্রহণ করাও সম্ভব হয়।

আয় বন্টনের উপর সুদের বিরূপ প্রভাব

সুদ যেহেতু নির্ধারিত তাই সুদের ভিত্তিতে অর্থায়ন করা হলে সে কারবারে যদি লোকসান হয় তাহলে তা ঋণগ্রহীতার জন্য চরম যুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; অপরদিকে কারবারে যদি খুব বেশী মুনাফা হয়, সে অবস্থায়ও ঋণদাতা বে-ইনসাফীর শিকার হয়। সুদী ব্যবস্থায় এ উভয়বিধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা সমভাবেই বিদ্যমান। এ ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে ছোট ছোট বহু ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায় যে, উদ্যোক্তাগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ ধার নেয় তার তুলনায় তাদের নিজস্ব বিনিয়োগের পরিমাণ হয় খুবই নগণ্য। উদ্যোক্তাদের নিজস্ব বিনিয়োগ যদি হয় ১০.০০ মিলিয়ন তাহলে তারা ব্যাংক থেকে ধার করে ৯০.০০ মিলিয়ন এবং তা বিপুল লাভজনক কারবারে খাটায়। এর অর্থ হচ্ছে, প্রকল্পের ৯০% ভাগ গড়ে তোলা হয়েছে আমানতকারীদের অর্থের দ্বারা; আর অবশিষ্ট মাত্র ১০% ভাগ অর্থ যোগান দেয়া হয়েছে নিজেদের পুঁজি দ্বারা। এ প্রকল্পে যদি বিপুল পরিমাণ মুনাফা হয়, তাহলে এর অতি নগণ্য অংশ আমানতকারীদের হাতে পৌছবে (সুদ হিসেবে বিভিন্ন দেশে) যার হার স্বাভাবিকভাবে ২% থেকে ১০% পর্যন্ত হয়ে থাকে; অথচ এ প্রকল্পে আমানতকারীদের সম্পদের অংশ হচ্ছে শতকরা ৯০% ভাগ। আর বাকী সাকুল্য মুনাফা নিয়ে যায় বড় বড় উদ্যোক্তারা, যদিও প্রকল্পে তাদের নিজস্ব প্রকৃত আমানতের পরিমাণ শতকরা ১০% ভাগের অধিক নয়। বিষয়টি এখানেই শেষ হয় না; বরং জমাকারী সাধারণ মানুষদের সুদ আকারে যে সামান্য অংশ প্রদান করা হয়, উদ্যোক্তাগণ সেটুকুও ফিরিয়ে এনে নিজেদের পকেটে তোলে। কারণ ব্যাংক থেকে অর্থ ধার নেয়ার বিনিময়ে উদ্যোক্তারা ব্যাংককে যে সুদ দেয় উৎপাদন খরচ হিসেবে তা পণ্যের দামের সাথে যুক্ত হয় এবং পণ্যের বর্ধিত মূল্য আকারে জমাকারীদের প্রাপ্তসুদ আবার উদ্যোক্তাদের কাছেই ফিরে আসে।

কৃত্রিম মুদ্রা সম্প্রসারণ ও মুদ্রাস্ফীতি

আধুনিক ব্যাংকের সুপরিজ্ঞাত একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাকে সাধারণত 'অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়। ব্যাংকের এ ক্ষমতা মুদ্রাস্ফীতিকে ভয়ংকর পর্যায়ে পৌছে দেয়। ব্যাংকের 'অর্থ সৃষ্টির' এ ক্ষমতা কখন কোথা থেকে এলো সে ইতিহাস জানতে হলে মধ্যযুগীয় ইংল্যান্ডের স্বর্ণকার বা গোল্ডস্মিথদের কাহিনীতে যেতে হবে। সেকালে ইংল্যান্ডের লোকেরা তাদের স্বর্ণমুদ্রা গোল্ডস্মিথদের কাছে আমানত রাখত; আর স্বর্ণকার জমাকারীদের এ মর্মে রসিদ প্রদান করত। কালক্রমে এই রসিদই স্বর্ণমুদ্রার স্থান দখল করে নেয় এবং লোকেরা এই রসিদের দ্বারাই তাদের দায়দেনা পরিশোধ করতে আরম্ভ করে। এ রসিদ ক্রমে বাজারে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল। দেখা গেল যে, স্বর্ণ জমাকারী বা বাহক রসিদধারীদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশই কেবল তাদের জমাকৃত সোনা তুলে নেয়ার জন্য স্বর্ণকারদের কাছে আসে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে স্বর্ণকারগণ তাদের কাছে গচ্ছিত স্বর্ণের কিছু অংশ গোপনে ধার দিতো এবং এভাবে ধার দিয়ে সুদ অর্জন করতে লাগল। কিছুকাল পর স্বর্ণকারগণ আবিষ্কার করল যে, তারা তাদের কাছে জমাকৃত অর্থের চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ স্বর্ণ গচ্ছিত থাকার কাগুজে সার্টিফিকেট) ছাপিয়ে নিতে পারে এবং এ অতিরিক্ত অর্থ (কাগুজে রসিদ) সুদে ধার দিতে পারে। তারা তাই করল। আর এটাই হচ্ছে অর্থ সৃষ্টি বা আংশিক রিজার্ভ ভিত্তিক ঋণের গোড়ার কথা। ক্রমান্বয়ে তাদের কাছে গচ্ছিত প্রকৃত স্বর্ণের চার, পাঁচ, এমনকি দশ গুণ পর্যন্ত স্বর্ণ জমার সার্টিফিকেট ধার দেয়া শুরু করল। ফলে মুদ্রাস্ফীতি প্রকটরূপ ধারণ করতে থাকে।

সুদের বিপরীতে ইসলাম হালাল কারবারের বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে যা উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সুদের অভিশাপে আজ পৃথিবীর মানুষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের বাইরে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করেছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী সিঙ্গাপুরও ইসলামী অর্থশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

[লেখক: গবেষণা কর্মকর্তা, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ ও শুব্বান সদস্য

–ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ ইব্রাহিম

রাসূলুল্লাহ ﷺ ১৪ বছর বয়সে সেই আইয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগে গড়ে তুলে ছিলেন সমাজ কল্যাণমূলক সেবাসংঘ **"হিলফুল ফুযুল"**। বলা বাহুল্য একটি সংগঠন সমাজে অনেক অবদান রাখতে পারে এবং বিবিধ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একাকী অনেক কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বও অপরিসীম। সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থাকতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"– (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১০৩)। মানুষ যখন দলবদ্ধ জীবন যাপন করে তখন সেখানে মানুষের সম্মিলিত চিন্তা, শক্তি ও পরিকল্পনার প্রতিফলন ঘটে, ফলে অসাধ্যকেও সাধন করা সম্ভবপর হয়। সে জন্যই ইসলামী সংগঠনসমূহে মাজলিসে শূরার ব্যবস্থা রয়েছে। সংগঠনের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন হবে। এভাবে শাসনকার্য বা রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করা যেতে পারে। এছাড়া নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে থেকে দেশ ও সমাজের সেবা করার সুযোগ তো থাকছেই।

বিভিন্ন দেশে এরূপ সংগঠন বিদ্যমান, যারা নিজ নিজ দেশে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। যেমন– কাউন্সিল অব আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্স, ইউ.কে. ফরেন অফিস ও মিশর মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ। ফ্রান্সের মন্ত্রী এ্যালেন যুপ্পেও এরূপ যুগ্ম সংগঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমেরিকার আরো রয়েছে U. S. Islamic World Forum. বারাক ওবামার রয়েছে Faith Advisor. বর্তমান ফেইথ এ্যাডভাইজরের নাম ডালিয়া মুজাহিদ (Dahlia Mozahed). শুধু ইসরাইল বাদে সব দেশেই এরূপ কিছু না কিছু সংগঠনের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে, ইসরাইলের ভূমিকা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিরোধী।

যাহোক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এরূপ একটি শক্তিশালী সংগঠন এবং তার প্রতিটি সদস্যই রাসূল ﷺ-এর আদর্শে বলীয়ান। তারা বাংলাদেশে যুবসমাজের মাঝে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নির্ভেজাল দা'ওয়াতী অব্যহত রেখেছে। ফলে ক্ষুদ্রাংশ হলেও সমাজের যুবকশ্রেণী সকল প্রকার অনৈতিকতা, অপসংস্কৃতি এবং পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদী জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করছে। আজকে সমাজে যে অবক্ষয় তা নৈতিক বা রাজনৈতিক বলুন অথবা সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে যুব সমাজকে। এজন্য প্রতিটি শুব্বান সদস্যকে রাসূল ﷺ-এর চিন্তা-চেতনা, ন্যায়পরায়ণতা, সততা, বিশ্বস্ততা, ক্ষমা ও মহানুভবতা ইত্যাকার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে হবে। এ সকল গুণাবলীই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সূরা আল-আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে ও আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে।" (সূরা আল-আহযাব ৩৩ : ২১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলীসমূহ পবিত্র কুরআন কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। গুব্বানদেরকে আল কুরআন হতে শিক্ষা নিতে হবে যা তাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটবে।

আল কুরআনে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী :

নম্রভাবে কথা বলা :

আল্লাহর বাণী : ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً﴾

আর তুমি নিজেই যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা লাভের প্রত্যাশায় ওর সন্ধানে থাকো তখন তাদেরকে যদি বিমুখ কর, তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৮)

সদ্ব্যবহার করা :

﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً﴾

"এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কীয় প্রতিবেশী ও সম্পর্কবিহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারে আছে তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালোবাসেন না।" (সূরা আন্-নিসা ৪ : ৩৬)

দম্ভভরে না চলা :

﴿وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৩৭)

গৃহে প্রবেশের অনুমতি নেয়া :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না; এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" (সূরা নূর ২৪ : ২৭)

দৃষ্টি সংযত রাখা ও যৌনাঙ্গের হিফাযত করা :

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

"মুমিনদেরকে বলো! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্যে উত্তম; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।" (সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩০)

মানুষকে অবজ্ঞা না করা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা :

﴿وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।" (সূরা লুকমান ৩১ : ১৮-১৯)

ন্যায় বিচার ও সদাচারণের নির্দেশ প্রদান :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

" আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" (সূরা আন্ নাহল ১৬ : ৯০)

সৎপথ অবলম্বন করা :

﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾

"এবং যেন আমি কুরআন পাঠ করে শোনাই। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সৎপথে চলে এবং কেউ পথভ্রষ্ট হলে আপনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী।"

(সূরা আন্ নামল ২৭ : ৯২)

কৃপণতা পরিহার করা :

﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

"আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এ কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামাতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ : ১৮০)

শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়া :

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾

"যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।" (সূরা আল বাকারা ২ : ২০৫)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ﴾

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না।"
(সূরা আল বাকারা ২ : ২৪৩)

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ﴾

"আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭ : ১০)

অজানা বিষয়ে তর্ক না করা :

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّورَاةُ وَالإنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾

"বলুন : হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও 'ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত। হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরেই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না?"
(সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ : ৬৫-৬৪)

অঙ্গীকার পালন করা :

﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"(বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ তা'আলা যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা আল বাকারা ২ : ২৭)

অপচয় রোধ করা :

﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

"যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন : তোমার প্রতিপালক সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না।" (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৪৭)

﴿فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾

"আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভাইয়ের মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বলল : আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভাইয়ের মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।"
(সূরা আল মায়িদা ৭ : ৩১)

আমানত রক্ষা করা :

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"কোন কোন আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তোমাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না- যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করাতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে।" (সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৭৫)

ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে বুঝা :

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

"অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।" (সূরা শাম্‌স ৯১ : ৮)

পরনিন্দা না করা :

﴿لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً﴾

"আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি যুল্‌ম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।" (সূরা আন্ নিসা ৪ : ১৪৮)

উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করা :

﴿وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً﴾

"আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ্ নি'আমত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।" (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৬৯)

কুরআন পাঠ করে সে মতো জীবন গড়তে হবে। জীবনপথে চলতে আল্লাহর বাণীই আমাদের পথ দেখাবে। আল্লাহভীরুতা মনে আঁকড়ে ধরতে হবে। সামাজিক দায়িত্ববোধ, পিতা-মাতা, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এভাবে যুবকরা আল কুরআনের গুণে গুণান্বিত হলে তারা সমাজ, দেশ তথা বিশ্বব্যাপী বৃহৎ খিদমত আঞ্জাম দিতে পারবে। যুবকেরা উদ্যোগী হলে ইসলামিক জাতিসংঘ (ইসলামিক ইউ এন ও) স্থাপন করতে পারে।

মুসলিম ঐক্যের সবচেয়ে বড় নিদর্শন বায়তুল্লাহর হজ্জ। পৃথিবীর প্রায় ৬৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলমান প্রতি বছর মক্কা মুকাররমায় হজ্জের সময় ইসলামী মহামিলনে সম্মিলিত হয়ে থাকেন। এই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। রাষ্ট্র, ভাষা, জাতীয়তা বা ভৌগোলিক সীমানা ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রত্যেক মুসলিম ভাই ভাই। এ সূত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। মুসলমানগণ কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে তাও আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহর হাদীস শিক্ষা দিচ্ছে।

Wish করা তথা সৌজন্য বিনিময় তথা সালাম আদান-প্রদান করাতো আল্লাহরই নির্দেশ। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে :

﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

"আর তোমাদেরকে যদি কেউ দু'আ করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দু'আ কর; তার চেয়ে উত্তম দু'আ অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী।"

(সূরা আন্ নিসা ৪ : ৮৬)

রাসূল ﷺ এ নির্দেশ পাওয়ার আগে থেকেই ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন। তিনি শিখিয়েছেন ছোটরা বড়কে সালাম দিবে, আগন্তুক বসা লোকদের সালাম দিবে, কম সংখ্যক বেশী সংখ্যকদের দিবে এভাবে সালামের প্রচলন ঘটাতে হবে। আমার ধারণা সমাজের ঝগড়া-বিবাদ শুধুমাত্র এ সৌজন্য বিনিময়ের মাধ্যমেই অনেক লাঘব হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

ইসলাম যা শিখিয়েছে তার সঠিক প্রয়োগ এদেশে নেই। আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া যে আমি দীর্ঘদিন ধরে মাক্কায় ছিলাম, আরববাসীরা দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে ইসলামের শিক্ষাকে কাজে লাগায় তা দেখার সুযোগ হয়েছে। এক্ষণে তার একটি নমুনা পেশ করছি।

যখন এক আরবের অন্যের সাথে দেখা হয় তখন বলেন, আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। জবাব হলো: ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। এরপর বাক্য বিনিময় :

কেফ্ হালক্ (আসলে "কায়ফা হালুকা" হলো সাধু ভাষায়), কেফ হালক্ হলো দৈনন্দিন ব্যবহৃত আরবী (আল-লুগুতুল আরাবিয়াতুল ইয়াওমিয়াত)। কেফ হালক্ মানে তুমি কেমন আছ? জবাব, বে বেখায়ের আলহামদুলিল্লাহ। তারপর, কেফ যওজাক– তোমার বউ কেমন আছে? জবাব, বেখায়ের শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্। তারপর, কেফ আওলাদাক?– তোমার ছেলে মেয়ে কেমন আছে? জবাব, না'আম! বেখায়ের, আলহামদুলিল্লাহ্। একই প্রশ্ন তিনটি দ্বিতীয় ব্যক্তি ফিরিয়ে বলবে ও ডান কাঁধে ডান কাঁধ মিলিয়ে ডান গালে এক চুমু আবার বাম দিকে আরেক চুমু। ব্যাস তারপর মুসাফা।

নাবী ﷺ-এর সব সুন্নাত ডান দিক দিয়ে। ডান হাতে খাও, জুতা পরো ডান পায়ে, রাস্তায় চলো ডান দিক দিয়ে, গাড়ী ঘোড়া চালাও ডান দিক দিয়ে। অবশ্য এদেশে গাড়ি চলে বাঁ দিক দিয়ে। ব্যতিক্রম শুধু টয়লেটে ঢোকার সময় আর মাসজিদ হতে বের হবার সময় আগে বাম পায়ের ব্যবহার, অন্য প্রায় সব কিছুই ডান দিক দিয়ে।

লিবিয়াতে আইন করা আছে যতবার দেখা হবে, ততবারই সালাম দিতে হবে। কেউ ড্রাইভারের পেছনে বসবে না, পাশে বসবে। সৌদী আরবেও তাই। গাড়ী থেকে নামার সময় ধন্যবাদ দিতে চাইলে বলতে হয় শুকরান লাকা। ড্রাইভার জবাব দিবে আফুয়ান।

এদেশে সালাম আদান-প্রদানের অবস্থাটি খুবই নাজুক। এক শ্রেণীর আলেম মনে করেন সালাম তাদের প্রাপ্য। তাই সালাম তো দেন না, এমনকি জবাবটাও ঠিকমতো দেন না।

একবার চাঁপাই নবাবগঞ্জ যাব বলে কোচের মধ্যে বসে আছি। এক চ্যাংড়া গোছের মাওলানা জুব্বা টুপি পরে পাশে এসে বসলেন, কিন্তু সালাম দিলেন না। আগন্তুক হিসেবে এটা তার করণীয় ছিল। কিন্তু আমিও বুঝি ভুল করলাম। রাসূল ﷺ-এর অনুকরণে আমার সালাম দেয়া উচিত ছিল। তো সে নাস্তা বের করে বলল : আংকেল, খান। এভাবে আলাপ চারিতায় জানা গেল, তিনি ইসলামের খোঁজে হাটহাজারীতে ভর্তি হয়েছেন।

কিন্তু ইসলামের খোঁজে সেখানে কেন? কারণ, সেটা নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি। মাক্কার উম্মুল কুরা, মাদীনাহ্ ইউনিভার্সিটি বা মিশরের আল আজহার ইউনিভার্সিটির চেয়েও তা বড় কি-না! আমার

জানা নেই। শুধু বললাম ইসলামের খোঁজে যেতে হলে যেতে হবে মাক্কায়। মাক্কা মুকাররমায়, সম্মানিত মাক্কায়। যেখানে আল্লাহর ঘর রয়েছে, সে কা'বার নিকটবর্তী দোতালা বাড়ীটা এখম লাইব্রেরী। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্ম হয়েছে এ নগরীতে, আর পার্শ্ববর্তী হেরা গুহায় কুরআন নাযিল হয়েছে। তাই আপনাকে যেতে হবে ওহী নাযিলের দেশে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অভিজ্ঞতা মার কাছ থেকে শুনতে হবে, মাসীর কাছ থেকে নয়। তিনি শেষ পর্যন্ত হাটহাজারীতে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তবে অদ্যাবধি সেখানে যাওয়া হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে সালাম বিনিময় অনেক অনর্থ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। জেদ্দা শহরে ঘটে যাওয়া এক চাক্ষুষ ঘটনার বিবরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গের যবনিকা টানবো।

এটা হলো ট্রাফিক ভায়োলেশান। সবুজ বাতি দেখে সামনের গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটছে যাতে সিগন্যালটা পার হওয়া যায়। কিন্তু পার হওয়ার আগেই লালবাতি, ব্রেক–হল্ট। আমি গাড়ীতে বসে দেখছি। পেছনের গাড়ীটাও ব্রেক করলো তবে তার দু'এক সেকেন্ড পর। ফলে দুম করে আওয়াজ ও পেছনের লাইটের কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ। সৌদী ট্রাফিক পুলিশ খুব তৎপর। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীদ্বয় সাইড করা হলো। এদেশে তো প্রথমেই হাতাহাতি, মারামারি। সেখানে দুই গাড়ী থেকে দুই মালিক নামলেন। অতঃপর আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।

কেফ হালক, কেফ যওযাক, কেফ আওলাদ। এভাবে কুশল বিনিময়ের পর উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। হ্যাঁ তুমি আমার সখের গাড়ীটা ভেঙ্গে দিলে, আমার এত টাকা (রিয়াল) ক্ষতি হলো। এভাবে কিছু তর্কাতর্কি। তারপর রফারফি বা সমাধান। এরপর দু'জনে মুসাফাহা করে দু'দিকে চলে গেলেন। ঘটনা এর বেশী আর গড়ালো না। এখানেই সালামের মাহাত্ম্য।

ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। অপরদিকে তা নায্য বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধর্ম তথা দীনুল্ হাক্ব।

আল্লাহ তাঁর প্রতিটি বান্দাকে সৃষ্টি করেন তাঁর নিজের স্বভাবের উপর। তিনি সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতীক। তাই প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপর। পরে হয় সে ইবলীসের প্ররোচনায় বিপথে যায় অথবা ভাল সংসর্গে সৎ ও ন্যায়ের অনুসারী হয়। তার হৃদয় ও বিবেক একটাই। তাই কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তার পার্থক্য সে বুঝতে পারে।

শুব্বান সদস্য প্রত্যেককে জ্ঞান ও বিবেক খাটিয়ে চলতে হবে এবং আল্লাহর স্বভাবের উপর জীবনকে অর্পণ করতে হবে। আল্লাহ যা ভালোবাসেন তাই ভালোবাসতে হবে আর তিনি যা ভালোবাসেন না তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এবার আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কি ভালবাসেন আর কি ভালবাসেন না কুরআন থেকে তার ফিরিস্তি দিয়ে এ আলেখ্যের যবনিকা টানবো।

যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না :

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

"আল্লাহ যালিমদের ভালবাসেন না।" (সূরা আ-লে ইমরান ৩ : ১৪০)

﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

(সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৮৭)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আল আনফাল ৮ : ৫৮)

﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"আর আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আল মায়িদাহ্- ৫ : ৬৪)

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (সূরাআল কাসাস ২৮ : ৭৭)

﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾

"নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ২৩)

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না।" (সূরা আল কাসাস ২৮ : ৭৬)

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান ৩১ : ১৮)

﴿وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾

"আর আল্লাহ উদ্ধত, গর্বিতদের ভালবাসেন না।" (সূরা আল-হাদীদ ৫৭ : ২৩)

উপরোক্ত ৯/১০ প্রকারের লোকদের আল্লাহ ভালবাসেন না। অতএব, আমরা এদের ধারের কাছেও নেই।

আবার আল্লাহ নিম্নবর্ণিত ৭ (সাত) ধরনের লোকদের ভালবাসেন। অতএব আমরা তাদের মতই হব এবং তাদের কাছেই থাকবো।

আল্লাহ যাদের ভালবাসেন :

﴿وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾

"ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ : ৪৬)

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল বাকারা ২ : ১৫৩)

﴿وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

"নেককারদের ভালবাসেন।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ : ১৪৭)

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"আর আল্লাহ নেককারদের ভালবাসেন।" (সূরা আ-লে 'ইমরান ৩ : ১৪৮)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ৪২)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

"আর আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।" (সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৪, ৭)

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।" (সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১০৮)

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীকে ভালবাসেন।" (সূরা আল হুজুরাত ৪৯ : ৯)

অবশ্য ন্যায়বিচারকারী ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারীর আরবী এটাই– 'মুকসিতীন'।

পরিশেষে, কামনা করি জমঈয়ত শুব্বানে আহ্লে হাদীস এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন–২০১১ সফল হোক। –আমীন ॥

[প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার, বিসিআইসি; পি. এম. শেঠ গ্রুপ, সৌদী আরব]

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

কুরআন-সুন্নাহর ও মুসলিম জীবন দর্শন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত পড়ুন এবং অপরকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

প্রতিষ্ঠাতা :

আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহ.)

৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০২-৯৫১২৪৩৪

কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসরণ অপরিহার্য

–আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

প্রশংসা জগৎসমূহের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য নিবেদিত। আমরা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করি এবং শুধু তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করো।" (সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ : ৪১)

প্রথম যুগে ধর্মের শিক্ষা লাভ এবং শিক্ষা প্রদানের কাজটি ছিল অত্যন্ত সহজ। সে যুগের বিদ্বানগণ নাবী ﷺ-এর সুন্নাতের সঙ্গে আগে পরিচয় লাভ করতেন। নিজেরা সে সুন্নাতের উপর 'আমাল করতেন, তারপর সে সুন্নাতের বাস্তব নমুনা উম্মাতের সম্মুখে তুলে ধরতেন। তাঁরা যখন লোকদেরকে সুন্নাতের উপর 'আমাল করার আহ্বান জানাতেন, তখন স্বভাবতই সে আহ্বানে কাজ হ'ত। কারণ যা বলা হ'ত তার বাস্তব নমুনা তারা সামনেই দেখতে পেত। তারা অভিভূত হ'ত, প্রভাবিত হ'ত, ফলে সহজেই উপদেশ ফলপ্রসূ হ'ত। শ্রোতারা শুনে এবং দেখে সুন্নাতের অনুসরণ শুরু করে দিত, রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের পথে কোন বাধাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত না।

সে সময় ধর্মের বিধিবিধান মেনে চলার কাজটি উম্মাতের জন্য খুবই সহজসাধ্য ছিল। কেননা প্রথমতঃ ইসলামের বিধি বিধানগুলোই তো সহজসাধ্য ও কল্যাণপ্রদ ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ সে যুগের আলিমদের বাস্তব জীবনের নমুনা ছিল অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী। তাঁদের কথায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা উদ্দীপ্ত হ'ত, সুফল দিত। কারণ তারা যা বলতেন, তা তারা করতেন। 'আলিমদের 'আমাল দেখে এবং তাদের অকপটতা ও অকৃত্রিমতা বুঝতে পেরেই দর্শক মনে তাদের অনুসরণের একটা অনুরাগ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যেতো। পরক্ষণেই তারা তাদের অনুকরণ ও অনুসরণে নিয়োজিত হ'ত। সে সময়ের 'আলিমরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যিকারের উত্তরাধিকারী–তাঁর যথার্থ স্থলাভিষিক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে উম্মাতের জন্য আদর্শ ও নমুনাস্বরূপ।

ধর্ম এবং ধর্মীয় কার্যবিধি সেদিন থেকে কঠিন এবং জটিল হয়ে পড়েছে যেদিন থেকে আলিম সমাজ নাবী ﷺ-এর অনুসৃত কর্মপদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিকাহর কিতাবসমূহের বিতর্কিত বিষয়সমূহ এবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির উক্তি ও অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছে। মতভেদের আধিক্যের ফলে একের পর এক ফিরকা, দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ দলের সমর্থনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছে! শুধু মূল গ্রন্থকেই যথেষ্ট মনে না করে সেগুলোর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রস্তুত করেছে; সে ব্যাখ্যার পাশে পুনঃটীকা সংযোজিত করেছে, আবার টীকার নিচে পাদটীকা পর্যন্ত লাগিয়েছে।

এখানেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। নিজেদেরকেও তারা ভাগ ভাগ করে ফেলেছেন, দর্জা ও মর্তবা অনুসারে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেমন কারোর নাম দেয়া হয়েছে–মুজতাহিদে মতলক, কারোর মুজতাহিদে মাযহাব, কাউকে বলা হয়েছে মুফতিয়ে মাযহাব, মুযাজ্জিহে মাযহাব অথবা মুকাল্লিদে মাযহাব।

তারপর যুল্‌মের কথা হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে এই ব'লে বাধ্য করতে লেগেছেন যে, দীনকে কেবলমাত্র ফিকাহর নির্দিষ্ট কিতাব থেকে গ্রহণ করতে হবে আর সেসব শর্ত, বাধ্যবাধকতা এবং দুর্বোধ্যতাকে বিনা বাক্যে মেনে নিতে হবে যা তাঁরা নিজেদের রায় ও ব্যক্তিগত অভিমত অনুসারে ঠিক করে রেখেছেন। শর্তাবলী এবং বাধ্যবাধকতা এত অধিক যে, তা দেখলেই যে কেউ দিশেহারা হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হবে। মতের বিভিন্নতা আর পথের আধিক্য থেকে এটা খুঁজে বের করা খুবই দুঃসাধ্য যে, কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি বাতিল।

দীন বা ধর্মকর্ম কঠিন হয়ে পড়ার বড় কারণ হচ্ছে এই যে, দীনের 'ইল্‌ম বা ধর্মজ্ঞান অর্জন করা সেসব মোটা মোটা গ্রন্থ পাঠের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যার ভিতরে রয়েছে পরস্পর বিরোধী উক্তি, জটিল সমস্যাবলী এবং অসংখ্য শর্ত ও বন্ধনীর সমাবেশ। ফলতঃ তাতে আছে ফার্‌য, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবতিলাত এবং মাকরূহাতের সীমাহীন সিলসিলা, তার উপর আরও দেখতে পাওয়া যাবে কিরাহাতে তাহরিমী, কিরাহাতে তানযিহী, মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ, মোট কথা ফিকাহর কিতাবগুলোতে এ ধরনের অসংখ্য বিশিষ্টার্থক শব্দে (ইসতিলাহাতে) ভরপুর হয়ে আছে। ওযূর অধ্যায় হোক অথবা সালাতের অধ্যায়, বিবাহের অধ্যায় হোক অথবা তালাকের অধ্যায়–প্রত্যেক জায়গায় এমন অসংখ্য বিশিষ্টার্থক শব্দ দৃষ্টিগোচর হবে যার দ্বারা মস্তিষ্কটাকে গুলিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এছাড়া এসব গ্রন্থে এমন ধরনের মাসআলা-মাসায়িল সন্নিবেশিত হয়েছে যা একান্তভাবেই দুর্লভ, কোন সময়েই যা সংঘটিত হয় না। ওগুলো কেবলমাত্র নিজস্ব কল্পনায়, মন ও মস্তিষ্কের অদ্ভুত ও উদ্ভট আবিষ্কার মাত্র। এসবের দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বিন্দুমাত্র বিস্তৃত না হলেও বেচারা মস্তিষ্কটা শ্রান্ত ও ক্লান্ত এবং হৃদয় মন উদ্‌ভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। জনসাধারণ না এগুলো বুঝতে সমর্থ হয়, না তার উপর 'আমাল করতে সক্ষম।

আর সব চাইতে বড় কথা, সেগুলো না আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম এবং না সেগুলোর উপর 'আমাল করতে শারী'আত কোন নির্দেশ প্রদান করেছে। বস্তুতঃ শরী'আত রয়েছে কুরআন এবং সুন্নাতে নাববীর ভিতরে বিদ্যমান।

দুনিয়ার মানব সমাজের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন :

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾

"তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের তরফ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তারই অনুসরণ কর– এছাড়া অন্য কোন অভিভাবকের অনুসরণ করো না। উপদেশের অতি অল্পই তোমরা স্মরণ রাখ।"

(সূরা আল আ'রাফ ৭ : ৩)

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন :

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ – أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ – أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ – أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ – بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

"আর যে অতি উত্তম বাণী তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের তরফ থেকে, সকলে তোমরা তার অনুসরণ করে চলবে–তোমাদের প্রতি হঠাৎ শাস্তি সমাগত হওয়ার

পূর্বে–তোমাদের অনবহিত অবস্থায়, যেন তখন কেউ না বলে, আল্লাহর নিকট আমি যে ত্রুটি করেছি এবং (সত্যের প্রতি) আমি যে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এসেছি সেজন্য আমার প্রতি আক্ষেপ! এ কথাও যেন কেউ না বলে যে, আল্লাহ আমাকে হিদায়াত করলে আমি নিশ্চয় মুত্তাকীদের অন্যতম হতে পারতাম। অথবা আযাবের সাক্ষাৎলাভের পর কেউ যেন এ কথা না বলে যে, আর একটি বার যদি আমি অবকাশ পেতাম তাহলে (দুনিয়ায় গিয়ে) আমি সৎকর্মশীল লোকদের একজন হয়ে আসতাম। (উত্তরে আসবে) হ্যাঁ! (হে অবাধ্য উদ্ধত ব্যক্তি!) আমার আয়াতগুলো তো তোমার কাছে পৌছে গিয়েছিল কিন্তু সেগুলোকে তুমি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছিলে, আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছিলে আর তুমি ছিলে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।"

(সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৫৫-৫৯)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি সুসংবাদ পৌছিয়ে দিন আমার সেসব বান্দাকে যারা সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, তারপর তার মধ্যে যা সুন্দরতম সুসঙ্গত তারই অনুসরণ করে চলে, এরাই হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন; এবং এই যে লোকগুলো–এরাই হচ্ছে সুষ্ঠু বিচারবোধ সম্পন্ন লোক।" (সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ১৭-১৮)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَالِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন, উৎকৃষ্টতম বাণী (অর্থাৎ) এ কিতাবকে, (যার এক অংশ অপর অংশের) পরস্পর সদৃশ এবং (যার উপদেশগুলো) পুনঃ পুনঃ বর্ণিত, যার (পাঠে অথবা শ্রবণের) ফলে নিজেদের প্রভু-পরোয়ারদিগারের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, তারপর তাদের দেহ ও মন নম্র হয়ে যায় আল্লাহর যিক্‌র-আযকারের দিকে, এটাই হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত যার মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা সুপথে পরিচালিত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কেউ নেই পথপ্রদর্শক।"

(সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ২৩)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আবার বলেছেন :

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ﴾

"বস্তুত কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, কিন্তু আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণকারী?" (সূরা আল ক্বামার ৫৪ : ১৭, ২২, ৪০)

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্যত্র বলেছেন :

﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

"নিশ্চয় (হে রাসূল!) আমি এ কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি–যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আদ্ দুখান ৪৪ : ৫৮)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ﴾

"আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ) কুরআন, কোনই বক্রতা নেই এর ভিতরে, (উদ্দেশ্য হচ্ছে) যেন তারা সংযত (সাবধান) হয়ে চলে।" (সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ২৮)

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সকলের উপর ফার্য (অপরিহার্য) করে দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত থেকে পথের সন্ধান গ্রহণ করে। কারণ, এ সুন্নাতই হচ্ছে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যাকারী ও ভাষ্যকার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আপনার নিকট উপদেশ (সম্বলিত কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি জনসাধারণের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে পারেন, যেন তারা ঐ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ লাভ করে।" (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৪৪)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"আমি আপনার প্রতি (হে রাসূল!) এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি একমাত্র এ উদ্দেশে যে, আপনি তাদের নিকট পরিষ্কার করে দেবেন সেসব বিষয় যেগুলো নিয়ে তারা মতভেদ করেছে এবং এজন্য যে, এটা হবে–মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শন ও রহমাত স্বরূপ।" (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৬৪)

তিনি আরও বলেন :

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

"এবং সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক উম্মাতের উপর একজন সাক্ষ্যদাতা তাদের মধ্য থেকে এবং উপস্থাপিত করব আপনাকে (হে রাসূল!) এ উম্মাতের উপর। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি আল-কিতাব (কুরআন মাজীদ) যা হচ্ছে প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনাকারী এবং যা হচ্ছে হিদায়াত, রহমাত এবং সুসংবাদ (বর্ণনাকারী) (আত্মসমর্পিত) মুসলিমদের জন্য।" (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৮৯)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"কুরআন এমন বস্তু নয় যা জাল করে রচিত বরং এ হচ্ছে সত্যায়নকারী সেসব বিষয়ের যা পূর্বে আগত হয়েছে (পূর্ব প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে) এবং এ হচ্ছে প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বিবরণ (সম্বলিত) আর মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত স্বরূপ।" (সূরা ইউসুফ ১২ : ১১১)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"সে তো তিনি তাঁর বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন সুস্পষ্ট আয়াতগুলো যাতে করে সেই রাসূল তোমাদেরকে অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে থেকে বের করে আনবেন আলোকপানে, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের প্রতি কৃপাশীল ও করুণানিধান।" (সূরা আল হাদীদ ৫৭ : ৯)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾

"আমি (হে রাসূল!) আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি আল-কিতাব (কুরআন মাজীদ) সত্য সহকারে যেন আপনি আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের আলোকে লোকদের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।" (সূরা আন্ নিসা ৪ : ১০৫)

তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"আপনি ঘোষণা করে দিন (হে রাসূল!) যে, আমি তো অনুসরণ করে থাকি শুধু সেই বস্তুর যা আমার প্রভু-পরোয়ারদিগারের নিকট থেকে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে, এ হচ্ছে তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের পক্ষ থেকে প্রেরিত আলোকপুঞ্জ এবং পথনির্দেশ আর হিদায়াত ও রাহমাত মু'মিন সমাজের জন্য।" (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ২০৩)

তিনি আবার বলেছেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নমুনা, সুন্দরতম আদর্শ রাসূলুল্লাহর জীবন মাঝে।" (সূরা আল আহযাব ৩৩ : ২১)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً – يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً – لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً – وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

"আর সেদিন যালিম ব্যক্তি (দুঃখ জ্বালায়) নিজের হাত কামড়াতে থাকবে এবং বলবে, হায়! যদি আমি রাসূলের সঙ্গে সোজা পথ ধরতাম! হায়, দুর্ভোগ! যদি অমুককে আমার বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! সে (আল্লাহর) উপদেশ আমার নিকট সমাগত হওয়ার পর তার স্মরণ থেকে আমাকে বিপথগামী করেছে আর শয়তান হচ্ছে মানুষের জন্য এক চরম বিশ্বাসঘাতক! তখন রাসূল বলবেন, প্রভু হে! আমার (না ফরমান) সম্প্রদায় এ কুরআনকে (উপেক্ষার সঙ্গে) পরিত্যাগ করেছিল।" (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ২৭-৩০)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا–يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾

"কী অবস্থা ঘটবে তখন, যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য হ'তে একজন সাক্ষী আনয়ন করব এবং আপনাকে (হে রাসূল!) আনয়ন করব এ উম্মাত সম্বন্ধে সাক্ষী হিসেবে। যারা কুফ্রী করেছে এবং রাসূলকে অমান্য করেছে সেদিন তারা কামনা করবে (হায়!) তাদের নিয়ে যমীন যদি আজ সমতল হয়ে যেতো (অথবা তারা যদি যমীনে দাফন হয়ে যেতো)! তারা সে দিবস আল্লাহর নিকট কোন কথাই গোপন রাখতে পারবে না।" (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৪১-৪২)

তিনি আরও সোজা ও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

﴿وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

"(হে মু'মিনগণ!) রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ করো আর যে সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তাথেকে বিরত থাকো, আর আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা সংযত হয়ে চলো, আল্লাহ হচ্ছেন (কঠিন পাপে) কঠিন দণ্ডদাতা।" (সূরা আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِه وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

"যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাঁর (রাসূলকে) অনুসরণ করে চলো–যাতে ক'রে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার।" (সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৫৮)

তিনি আরও বলেছেন :

﴿وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

"নিশ্চয় এটাই হচ্ছে–আমার সোজা রাস্তা এ পথেই চল, অন্য কোন পথের দিকে ধাবিত হয়ো না, যদি হও তাহলে তাঁর (সোজা) পথ থেকে তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে এ উপদেশই দিচ্ছেন যেন তোমরা সংযমশীল–মুত্তাকী হ'তে পার।" (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৫৩)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সোজা রাস্তায়–সিরাতে মুসতাকীমে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, আর সেসব পথে ধাবিত হতে নিষেধ করেছেন–যেসব পথে চললে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, পদস্খলিত হয়, আর সঠিক পথ দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

উপরের উল্লেখিত আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে সোজা পথ কোন্‌টি, সিরাতে মুসতাকীম কাকে বলে। এ পথ আর কোন পথ নয়, এ পথ আমাদের নাবীর পথ, নাবীর আদর্শ জীবন পথ। দীনের তাৎপর্য যদি হৃদয়ঙ্গম করতে চাও– তবে তাঁর আদর্শের অনুসরণ কর। এই পন্থা অবলম্বন ছাড়া দীনের রহস্য উদঘাটনের অন্য আর কোন উপায় নেই। এ পথ পরিষ্কার–অতি পরিষ্কার। এ পথ সোজা, এতে নেই কোন বক্রতা, এ পথ সমতল, এতে নেই বন্ধুরতা, এ পথ সরল পথ, এতে নেই কোন জটিলতা। এ পথের পথিকদের পরস্পর মিলে-মিশে ভ্রাতৃত্বভাবে চলতে হয়, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে, পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে এক হয়ে চলতে হয়। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে এ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেছেন :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ﴾

"যারা নিজেদের ধর্মকে ভাগ ভাগ করে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে–(হে রাসূল!) আপনার কোন সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে। তাদের বিষয় আল্লাহর হাতে, তারা যা করেছে তিনি তাদেরকে (কিয়ামাত দিবসে তার তাৎপর্য) জানিয়ে দেবেন।" (সূরা আল আন'আম ৬ : ১৫৯)

আফসোস! আমাদের যুগের আলিম সমাজ উম্মাতের পথ প্রদর্শন ও নেতৃত্ব প্রদানের কর্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সীল মোহর মেরে দিয়েছেন! তাকলীদকেই (অন্ধ অনুসরণ) তারা তাদের একমাত্র অবলম্বনরূপে আঁকড়ে ধরেছেন। শ্রমবিমুখতা এবং দেহের আরামপ্রিয়তাই তাদের হৃদয়ের একমাত্র কামনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এজন্য

শ্রম স্বীকারের পরিবর্তে এসব প্রাচীন কিতাবগুলোকেই তারা যুগ-চাহিদার কিবলা বানিয়ে রেখেছেন। তাঁরা চিন্তার জড়তা ও বুদ্ধির স্থবিরতায় নিজেদের মন-মানসকে শিকল পরিয়ে এমনভাবে বন্দী করে রেখেছেন যে, স্বাধীন মননশীলতা ও মুক্ত চিন্তার নামটি উচ্চারণ ও শ্রবণ করতেও তাঁরা অক্ষম। বলতে দুঃখ হয়, আমাদের আলিম সমাজ নিজেরা অধঃপতিত হয়েছেন, জাতিকে অধঃপতনের দিকে টেনে নিচ্ছেন–আর নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতা ও অদূরদর্শিতার কারণে খোদ ইসলাম ধর্মকেই খাটো করে ফেলছেন।

আজ এ কথা তিক্ত হলেও সত্য যে, মাত্র চৌদ্দ শতকের ব্যবধানে অনুসারীদের গাফলতির কারণে ইসলামের আলো নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে। এক কালের বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতি ঈমান-'আমালের দুর্বলতা, কর্মবিমুখতা, জ্ঞানের স্বল্পতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের এক কলঙ্কময় ইতিহাস রচনা করে চলছে। তারা ভুলে গেছে নিজেদের আলোক উদ্ভাসিত সোনালী ইতিহাস, হারিয়ে ফেলেছে গৌরবময় ঐতিহ্য, হারিয়ে ফেলেছে আকাশ ছোঁয়া হিম্মত, দৃঢ়চেতা মন ও সতেজ ঈমান। হতাশা ও আত্মবিস্মৃতি আজ পুরো জাতিকে গ্রাস ও অবশ করে দিয়েছে। এক সময়কার সিংহ-শার্দূলের এখন আকৃতিই বাকি রয়েছে- প্রকৃত নেই; দেহটাই আছে- শুধু আত্মা নেই। দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিজয় কেতন ওড়ানোর মহৎ উদ্যোগ তাদের নেই। নেই তাদের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কোন শুভ চিন্তা ও চেতনা। অধিকন্তু বেশিরভাগ মুসলিমই ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিয়ে দারুন সন্দিহান ও চরম হতাশ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তারা যেন এ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, 'এ যুগ ফিৎনাহ্-ফাসাদের যুগ, মুসলিম জাতির পতনের যুগ। অথচ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অমোঘ ঘোষণা হল :

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিতও হইও না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও।"

(সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৩৯)

আল্লাহ তা'আলার এ চিরন্তন ঘোষণা সর্বকালের জন্য, সর্বযুগের মু'মিনদের জন্য প্রযোজ্য। সুতরাং এখনও যদি আমরা নিজেদেরকে প্রকৃত মু'মিন প্রমাণ করতে পারি, তাহলে বিজয় অবশ্যই আমাদের পদচুম্বন করবে।

আজ মুসলিম জাতির অধঃপতনের কথা যদি বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে এ কথা বলতে হয়, মূলতঃ তা আমাদের ঈমানের দুর্বলতা, হীনমন্যতা, হতাশা, সংশয়-সন্দেহ তথা মানসিক বিপর্যয় থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। নচেৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের চাইতে আমাদের বাহ্যিক শক্তি-উপকরণ বহু গুণে আজ বেশি। আমাদের রয়েছে ৫৬টি স্বাধীন রাষ্ট্র, ১৩০ কোটি জনগণ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্ধেকের বেশি তেল সম্পদ- যার উপর নির্ভর করে আধুনিক বিশ্ব আজ চরম উৎকর্ষতা লাভ করছে– তা সত্ত্বেও আমাদের এ চরম বিপর্যয়ের কী কারণ থাকতে পারে? উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির এতগুলো বাহ্যিক উপকরণের সাথে যদি আমরা শুদ্ধ ঈমান, বিশুদ্ধ 'আমাল, পূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতাম; হতাশা, হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে দীন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতাম, তাহলে অবশ্যই আমরা পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ী ঝাণ্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হতাম। কাজেই এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন- হতাশা, হীনমন্যতা ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ ও লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করে এমন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করা, যার মাধ্যমে আমরা মরণ ব্যাধি এ মানসিক বিপর্যয় উত্তরণ করে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারি। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার মাধ্যমে উভয় জগতের অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারি।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।" (সূরা আর্ রা'দ ১৩ : ১১)

হে রাব্বুল 'আলামীন! আমাদের প্রতি দয়া কর, আমাদের সাহায্য কর। আমাদের দুর্বল ঈমানকে সতেজ ও সুদৃঢ় করে দাও। আমাদের অন্তরের সংকীর্ণতাকে দূর করে কল্যাণের পথে প্রসারিত কর। সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তুমি। সব কিছুর একমাত্র নিয়ন্ত্রক তুমিই। তোমার প্রকৃত দীনের আলোকদীপ্ত চিরায়ত কল্যাণের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। আমীন! সুম্মা আমীন!!

(উপ-রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিচালক, আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী)

বিসমিল্লাহ কম্পিউটার্স

এখানে বাংলা, ইংরেজী, আরবী কম্পোজ করা হয়। ভিজিটিং কার্ড, ক্যাশমেমোসহ সকল প্রকার প্রিন্টিং এর কাজ করা হয়। মেমোরি কার্ড ও ব্লাঙ্ক ডিস্ক পাওয়া যায়। এছাড়াও মদীনা ও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পেপার প্রসেসিং করা হয়।

স্বত্বাধিকারী : আনওয়ারুল ইসলাম

ঠিকানা : ২/বি, কাজী আলাউদ্দিন রোড, নাজির বাজার, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল : ০১৯১৮-১৫৩৭০৮, ০১৯২০-০৪৮২০৯

শৈল্পিক ও নান্দনিক স্পর্শের প্রতিশ্রুতি নিয়ে

ইউনিক কম্পিউটার্স

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী বই কম্পোজ ও ছাপার কাজ করা হয়।

প্রোপ্রাইটর : মুহাম্মাদ সাকিব

ঠিকানা : ৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০

আমাদের জীবন দর্শন

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে মনোনীত দীন (জীবন ব্যবস্থা) ইসলাম।" (সূরা আ-লে 'ইমরান : ১৯)

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা (দীন) কেউ গ্রহণ করলে তা (আল্লাহর কাছে) গৃহীত হবে না এবং সে পরকালীন জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা আ-লে 'ইমরান : ৮৫)

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে যে, এ ধরাপৃষ্ঠে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থার নাম 'ইসলাম'। অতএব ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটাই চিরন্তন সত্য। জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মনোনীত জীবনব্যবস্থাকেই একমাত্র অবলম্বন বলে স্বীকার করে এবং আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আদম সন্তানকে এক কদমও নড়তে দেয়া হবে না। তা হলো : তার জীবন সে কীভাবে অতিবাহিত করেছে, তার যৌবন কোন কাজে ব্যয় করেছে, তার সম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে এবং কোন কাজে তা ব্যয় করেছে এবং তার 'ইল্‌ম অনুসারে সে 'আমাল করেছে কি-না।' (আত্‌-তিরমিযী)

হে যুবক! তোমার পরিচয় জানো কি!

সৃষ্টির সেরা, কিন্তু মহান আল্লাহর দাস

মহান আল্লাহর সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষ। বিশ্বের সব আয়োজন, সব নি'আমাত এ মানুষেরই প্রয়োজনে। বিনিময়ে মহান আল্লাহর 'ইবাদাত করাই তার মৌলিক কাজ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾

"আর আমি (আল্লাহ) মানুষ ও জিন জাতিকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"

(সূরা আয্‌ যা-রিয়াত : ৫৬)

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি

মানুষের আরো একটি সম্মানজনক কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ পরিচয় হলো, সে 'আল্লাহর প্রতিনিধি'। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন :

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

"আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন : আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমারা পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা : ৩০)

ব্যক্তি ও সমাজের সর্বস্তরে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের যথাযথ অনুসরণ এবং বাস্তবায়ন তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। বস্তুত এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের উপরই নির্ভর করছে আমাদের ইহকালীন শান্তি এবং পরকালীন সাফল্য।

শ্রেষ্ঠ নাবী ﷺ-এর উম্মাত, শ্রেষ্ঠ জাতির সদস্য

মানবতার শিক্ষক নাবী রাসূল ('আ.)-গণ যুগে যুগে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এ মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। সে ধারাবাহিকতায় সর্বকালের সেরা মানুষ আমাদের প্রিয়নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি পূর্ণাঙ্গ এক জীবন ব্যবস্থা আল-ইসলাম। আর এ দীন কবূল করে মধ্যমপন্থী উম্মাতে মুহাম্মাদী সর্বকালের সেরা জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎকাজের আদেশ দান করো, অসৎ কাজে বাধা দান করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।"

(সূরাহ্ আ-লে 'ইমরান : ১১০)

চরমপন্থী নয়, মধ্যমপন্থী

উম্মাতে মুহাম্মাদীর সদস্য হিসেবে মুসলমানরা মধ্যমপন্থী। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, শেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ, ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান– এ রকম কোন পক্ষপাতদুষ্ট নয়। স্বাভাবিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন সংসারবিরাগী বৈরাগী-সন্ন্যাসী নয়, অতি বিপ্লবী চরমপন্থীও নয়। বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য মুসলমানরা দায়িত্বশীল অভিভাবক। রাসূল ﷺ-এর ওয়াহীভিত্তিক নেতৃত্বে মানবজাতির নিউক্লিয়াস হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন :

﴿وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِياً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ﴾

"এমনিভাবেই আমি এ কুরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতীর্ণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌছার পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী।" (সূরা রা'দ : ৩৭)

কর্মনীতি : ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ

বস্তুত এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং কুরআন সুন্নাহর খালেস অনুসরণ। মহান আল্লাহর নির্দেশও এটাই :

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

(সূরাহ্ আ-লে 'ইমরান : ১০৩)

মুক্তিসনদ : কুরআন এবং সুন্নাহ

বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানাবী ﷺ মুসলমানদেরকে এ চিরন্তন পথ নির্দেশনার কথাই পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দেন :

ترکت فيکم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة رسوله.

"আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বিভ্রান্ত হবে না। সে দু'টি জিনিস হলো– আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।" (মুওয়াত্তা মালিক)

এক অনন্য সভ্যতার উত্তরসূরী

বস্তুত কুরআন এবং সুন্নাহ- এ দু'টি মহাসনদের নিঃশর্ত অনুসরণই ইসলাম। মহানাবী ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগে মুসলিম জাতি এ দু'টি তুহফার যথাযথ সমাদরের মাধ্যমে জাগতিক এবং আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছিল। তাওহীদ এবং সুন্নাহকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল এক সভ্যতা। আমরা সে সভ্যতারই উত্তরসূরী।

আহলুল হাদীস : দীনে হাক্কের অতন্দ্র প্রহরী

আহলুল হাদীস বা আহলে হাদীস অর্থ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী। এরা মুসলমানদের মধ্যে সে সত্যপন্থী দল যারা কুরআন ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ এবং এ দু' মূল উৎসকে মানব রচিত সকল মতবাদের উপরে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবি'ঈন-এর আদর্শ অনুসরণ করে, তা 'আক্বীদাহ 'ইবাদাত, মু'আমালাত, আখলাক, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। দীনের উসূল ও শাখা সকল ক্ষেত্রেই তারা কুরআন-সুন্নাহর উপর অবিচল থাকে।

আহলে হাদীসরা নাবী ﷺ থেকে লব্ধ 'ইল্‌ম অন্যের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব পালন করছে এবং এ বিষয়ে তারা চরমপন্থীদের অনভিপ্রেত পরিবর্তন, বাতিলপন্থীদের অন্যায় সংযোজন ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা প্রতিহত করে। ইসলামী চিন্তাবিদদের নিকট এরা কখনও আহলুল হাদীস, কখনও আসহাবুল হাদীস, আবার কখনও মুহাম্মাদী বা সালাফী নামে অভিহিত হয়ে আসছে।

তোমাকে ভাবতেই হবে

এ পৃথিবী তোমার আসল ঠিকানা নয়। মৃত্যুর পর আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। হাশরের ময়দানে, ভয়াবহ বিচার দিবসে মহান আল্লাহর নিকট হিসেব দিতে হবে প্রতিটি কাজের, প্রতিটি মুহূর্তের। সেদিন নিজের সৎকর্ম ব্যতীত অন্য কোন কিছু কারো কোন উপকারে আসবে না। সৎকর্মশীলরা লাভ করবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সে সাথে চিরশান্তির সুখের নীড় জান্নাত। কিন্তু দুষ্কর্মশীলরা পাবে চির অভিশপ্ত নিকৃষ্টতম ভয়াবহ বাসস্থান জাহান্নাম। সে জগতে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগৃহীত হয়েছে কি? ভেবে দেখার সময়তো এখনই।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা

শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে মানব রচিত মতবাদের উপর ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে সকল যুগে, সকল দেশে আহলে হাদীসদের সংগ্রাম ছিল অবিরাম, আপোষহীন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর ১৯০৬ সালে জন্ম নেয় অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স নামে সর্বভারতীয় তাওহীদী সংগঠন। এদিকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আহলে হাদীস 'আলিমদের সমবেত প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'আঞ্জুমানে আহলে হাদীস বাঙ্গালা'। পরে এর সাথে আসামকেও সংযুক্ত করা হয়। অপরদিকে বৃটিশ শাসনের অবসান, দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে অসাধারণ প্রতিভা এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী আল্লামা মোহাম্মাদ

'আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)'র নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে গঠিত হয় 'নিখিল-বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস'। বর্তমানে এ সংগঠনটিই 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস' নামে এদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ আহলে হাদীস আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ সংগঠনেরই একমাত্র অনুমোদিত এবং স্বীকৃত যুবসংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ'।

আরবী 'শাব্বুন' (যুবক) শব্দের বহুবচন 'শুব্বান'। ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বংশাল জামে মাসজিদে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত ছাত্র, যুবক ও তরুণদের এক কনভেনশনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। রাজধানী ঢাকার নবাবপুর রোডে এর কেন্দ্রীয় দফতর (বর্তমান কার্যালয় নাযির বাজারে)। উল্লেখ্য, ৫০-এর দশক থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আহলে হাদীস ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের সম্মিলিত এবং স্বীকৃত জাতীয় রূপই হলো জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী

লক্ষ্য উদ্দেশ্য : ক্বালিমাহ্ তাইয়িবাকে যথাযথ উপলব্ধি করত জীবনের সর্বস্তরে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য শুব্বানের রয়েছে পাঁচ দফা কর্মসূচী :

ক. ইসলাহুল 'আক্বীদাহ্ বা 'আক্বীদাহ্ সংশোধন : তাওহীদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন ও অনুশীলন, খালেস 'ইবাদাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্ব মনে-প্রাণে ও বাস্তবে গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করা।

খ. আদ্ দা'ওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার : ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া এবং তাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

গ. তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা : ইসলামী সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র ও যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা।

ঘ. আত্-তাদরীব ওয়াত্ তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ : যুবশক্তিকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান, শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটন এবং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগ্য আহলে হাদীস কর্মী গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্বে আহলে হাদীস আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

ঙ. ইসলাহুল মুজতামা' বা সমাজ সংস্কার : যাবতীয় অনৈসলামী রীতিনীতি ও অপসংস্কৃতি প্রতিহত করে কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

আমাদের সাংগঠনিক পলিসি

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ মহানাবী ﷺ-এর অনুসৃত হেকমতপূর্ণ এবং স্বাভাবিক পন্থায় কর্মতৎপর। চরমপন্থা কিংবা আপোষকামিতা নয়; মধ্যমপন্থাই শুব্বানের সাংগঠনিক পলিসি। সে সাথে সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে কর্মীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা স্তরভিত্তিক মনোন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

শুব্বানের কর্মী স্তর চার পর্যায়ের– প্রথম স্তর রাগেব (অনুরাগী), দ্বিতীয় স্তর 'আরেফ (সচেতন), তৃতীয় স্তর সালেক (অভিযাত্রী) এবং চতুর্থ তথা সর্বোচ্চ স্তর হলো সালেহ (নিষ্ঠাবান)। মনোন্নয়নের ক্ষেত্রে সিলেবাসের আলোকে জ্ঞানগত এবং ব্যবহারিক উভয় দিকের ক্রমোন্নতি বিবেচনা করা হয়। এ সংগঠনের সাংগঠনিক স্তরও চার পর্যায়ের- শাখা, উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্র।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রণীত সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি এবং সিলেবাসের ভিত্তিতে শুব্বানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইসলামের বিশেষ কোন দিক বা বিভাগ নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসরণের লক্ষ্যে শুব্বান কাজ করে যাচ্ছে। সকল ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ়করণেও আমরা সর্বদাই সচেষ্ট। আমাদের আন্দোলন শেকড় সন্ধানী। শুধু বিজাতীয় মতবাদ নয়; মুসলিম সমাজে প্রচলিত অপসংস্কৃতির মূলোৎপাটনেও আমাদের সংগ্রাম আপোষহীন।

আমাদের আহ্বান

ঘটনাবহুল দু'টি সহস্রাব্দ পেরিয়ে বিশ্ববাসী আজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গগণস্পর্শী অগ্রগতির ফলে পৃথিবী বস্তুগত উৎকর্ষে সমৃদ্ধ হলেও বিশ্বমানবতা আধ্যাত্মিক সংকটে পর্যুদস্ত। পাশ্চাত্যের সেক্যুলার জীবনদর্শন ও ভোগবাদী সংস্কৃতিই এ জন্য দায়ী। এ অবস্থার অবসানকল্পে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে কুরআন-সুন্নাহর বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশে দেশে চলছে সালাফী আন্দোলন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃত্বে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সে একই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে ইসলামী পুনর্জাগরণের যে ঢেউ আজ বিশ্ববাসীকে শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে আহ্বান জানাচ্ছে; সেই স্রোতধারায়, আমাদের কাফেলায় শামিল হওয়ার জন্য আমরা দেশের সকল ছাত্র-যুবককে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে হলে আরও পড়ুন

১. শুব্বানের গঠনতন্ত্র, ২. কর্মপদ্ধতি,৩. আহলে হাদীস পরিচিত : আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ), ৪. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৫. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, স্মরণিকা– ১৯৯২, ১৯৯৯, ২০১০, ৬. শুব্বান স্মরণিকা – ২০০২ ও ২০০৪, ৭. সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮. জমঈয়ত কর্তৃক প্রকাশিত বই-পত্র, সাময়িকী ইত্যাদি।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সাংগঠনিক প্রতিবেদন (২০০৯-২০১১)

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সমাজ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

ব্যক্তিপূজা ও সকলপ্রকার তাগুতকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে বিগত দুই দশক ধরে বাংলার বুকে শির্ক ও বিদ'আতের মূলোৎপাটনে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর এ অঙ্গসংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

সকল বাধা ও সীমাবদ্ধতা পিছনে ঠেলে জমঈয়তের ছত্রছায়ায় শুব্বান কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে কাজ করে চলেছে। ২০০৫ সালে জঙ্গী তৎপরতার উত্থানের পর তিন কোটি আহলে হাদীস জনগোষ্ঠীর উপর জঙ্গীবাদের যে অপবাদ চেপে বসেছিল জমঈয়ত ও শুব্বান কর্মীদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিকতার কারণে অনেকটাই তা কেটে গেছে- আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষ করে আজকের এই কেন্দ্রীয় সম্মেলনের বিশাল আয়োজন বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের মাইলফলক হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৯ মে ২০০৯ ইং তারিখে সাভারের বাইপাইলে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কেন্দ্রীয় সম্মেলনের মাধ্যমে শুব্বানের বর্তমান সেশনের যাত্রা শুরু হয়। সে সময়ে গৃহীত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে গত দু'বছরের সাংগঠনিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিচে উল্লেখ করা হল :

প্রথম দফা-ইসলাহুল আকীদাহ্ বা আকীদাহ সংশোধন : তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ধর্মহীন মতবাদ ও অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে যুবকদের একটি অংশ যখন তাওহীদী চেতনা ভুলে যেতে বসেছে তখন শুব্বানরা যুব সমাজের নিকট সঠিক ইসলামী আকীদাহ্ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে। অনৈসলামিক আকীদাহ ও অপসংস্কৃতির কবল থেকে রক্ষা করে মুসলিম যুবকদেরকে দেশপ্রেমিক, আত্মপ্রত্যয়ী সর্বোপরি যোগ্য মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে শুব্বানের উদ্যোগে সারাদেশে বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ব্যক্তিগত বা গ্রুপভিত্তিক দাওয়াতী কার্যক্রম ও মাহফিলের আয়োজন ছাড়াও আকীদাহ সংক্রান্ত তিন হাজার পুস্তিকা ও পাঁচ হাজার হ্যান্ডবিল শুব্বানের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দফা- আদ-দাওয়াহ্ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার : অনৈতিকতা ও বিজাতীয় আদর্শের স্রোতে গা ভাসিয়ে যুবকরা যখন ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন শুব্বান দাওয়াতী কর্মসূচীর মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের নিকট ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চ্যালেঞ্জও শুব্বান গ্রহণ করেছে। সহীহ আমলের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা ও তালিমের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামিক সংস্থা প্রচারিত পুস্তিকা ও লিফলেট ছাড়াও সহীহ আকীদাহ্ ও আমলের প্রচারার্থে শুব্বানের পক্ষ থেকে সালাত, সিয়াম, হাজ্জ,

শবেবরাত, পর্দা ইত্যাদি সম্পর্কিত পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের সম্মেলন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে।

সর্বশ্রেণীর মানুষ মসজিদভিত্তিক কার্যক্রম যেমন- কুরআন ও হাদীসের দারস ও মাসআলা সম্পর্কিত আলোচনাগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন। দাওয়াতী মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রমযান মাসকে দাওয়াতী মাস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ মাসে শুব্বানের উদ্যোগে সারা দেশে ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-যুবকদের কাছে শুব্বানকে জনপ্রিয় করতে বিভিন্ন জেলা ও শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর ৮ম কেন্দ্রীয় কনফারেন্স এর সফল বস্তবায়নের জন্য জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস এর সকল স্তরের কর্মীরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। ঢাকাসহ সকল স্থানে জমঈয়ত প্রকাশিত হ্যন্ডবিল, পোস্টার, কার্ড-বিতরণে কেন্দ্র ও জেলা শুব্বান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এ সময় তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত সকল স্তরের জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতা-কর্মীল যৌথ অংশগ্রহণে কনফারেন্সক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে ও মিরপুরস্থ মাসজিদে বায়তুল হক ও মাদরাসা দারুস সুন্নাহ কমপ্লেক্সে ইফতার মাহফিল ও সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে দাওয়াতী কার্ড ও শুব্বান পরিচিতি বিতরণ করা হয়। হোটেল ওয়েস্টিনে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ থেকে আয়োজিত সুধী সমাবেশের মাধ্যমে দেশের সচেতন সুধী মহলকে শুব্বান ও জমঈয়তের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও পেশাজীবীরা উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় দফা- আত-তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা : ২০০৩ সালে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ) এর মৃত্যুর পর থেকে শুব্বানের মাঠপর্যায়ের কাজে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল বিগত বছরগুলোতে শুব্বান তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এদেশের ছাত্র-যুবকদের জমঈয়তের পতাকাতলে ঐক্যবব্ধ করতে এ সেশনে ব্যাপক সফর করা হয়েছে। দেশের ত্রিশটিরও বেশী সাংগঠনিক জেলায় এ সেশনে সফর করা সম্ভব হয়েছে। উপজেলা ও শাখা সংগঠনগুলো পূর্বের চেয়ে আরও সুসংহত ও সুসংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্নাতক সমমান কলেজগুলোতে শুব্বানের কর্যক্রম ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। সাংগঠনিক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় মাজলিসে 'আম ও কারারের নিয়মিত ও জরুরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন হজ্জব্রত পালন করতে গিয়ে প্রবাসী ভাইদের সাথে একাধিক বৈঠক করেন এবং সাউদী শাইখদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। আজকের এই সম্মেলনে শাইখদের উপস্থিতি কর্মীদের সাহস ও কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করেছে।

১৮-১৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ৮ম কেন্দ্রীয় কনফারেন্সের জেনারেল কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে শুব্বানের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন শুব্বান নেতা তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে জমঈয়তের বৃহৎ পরিসরে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শুব্বানের এসব প্রশিক্ষিত কর্মীরা জমঈয়তের কর্মসূচী সফলতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জমঈয়তকে সামনে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।

চতুর্থ দফা- আত-তাদরীব ওয়াত তারবিয়্যাহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ : গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে দেশের যুবসমাজকে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে শুব্বানরা ছিল তৎপর। কেন্দ্রীয় জমঈয়ত যাত্রাবাড়ীতে দুই দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে শুব্বানদের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় শুব্বানের

উদ্যোগে ঢাকার মিরপুরে দুইদিনব্যাপী দু'টি প্রশিক্ষণ বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা সংগঠন প্রশিক্ষণ বৈঠকের আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় শুব্বান নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এসব অনুষ্ঠানে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেন।

কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১১ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বংশাল কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মসজিদে বিভিন্ন জেলার বাছাইকৃত দায়িত্বশীলদের নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে হ্যান্ডবিল, পোস্টার কুপনসহ সম্মেলন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ প্রতিনিধিদের প্রদান করা হয়।

পঞ্চম দফা- ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার : তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে শুব্বান বদ্ধপরিকর, পাশাপাশি যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে বক্তৃতা বিবৃতি, জুমু'আর খুৎবা প্রদান ও মিছিল সমাবেশ লিখনীর মাধ্যমে শুব্বান সর্বদাই জনগণকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে উৎসাহিত করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে শুব্বান কর্মীরা স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেও অবদান রেখেছেন। সুস্থ ধারার সংস্কৃতির চর্চার অংশ হিসেবে শুব্বান পরিচালিত শিকড় সাংস্কৃতিক সংসদ বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলায় কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শিকড় একটি অডিও এ্যালবাম প্রকাশ করেছে।

তাওহীদী যুব কাফেলা হিসেবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ একটি অতি পরিচিত নাম। দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে এ সংগঠনটি সারা দেশে ৪৬টি সাংগঠনিক জেলায় কাজ করছে। যাবতীয় অপপ্রচারের উর্ধ্বে থেকে সংগঠনের কর্মীরা চলতি সেশনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যুবসমাজের প্রয়োজন মেটাতে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মানুষ হিসেবে কর্মীদের ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। দীনের জন্য আমাদেরকে কবুল করে নিন।

তাওহীদী এ কাফেলা সামনে এগিয়ে যাক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

[illegible]

أيها الشاب! [illegible] أنت؟

[illegible] :

[illegible] "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".
(الذاريات : ٥٦)

خليفة الله في الأرض :

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

مصدر العمل : القران والسنة :

وقد ذكر الرسول ﷺ المسلمين جميعا يوم حجة الوداع فى خطبته التار يخية بقوله البليغ - تركت فيكم أمرين لفن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. (الامؤطا لإمام مالك رح)

وارث الحضارة الرائعة :

وللإسلام مصدران أساسيان وهما القران والسنة وقد بلغت الأمة قمة التطور المادى والروحى باتباع هذين المصد رين فى القرون المفضلة - وأقامت أكبر دولة وأروع حضارة على أساس التوحيد والسنة فنحن ورثة تلك الحضارة القيمة.

أهل الحديث حفاظ الدين الحق :

معن٤١ أهل الحديث أتباع القران والحديث وهم الطائفة من المسلمين الحقة التى تعتصم بالكتاب والسنة وتتبع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين فى تقديم الشرع على جميع آراء وأفكار الإنسان المختلفة سواء كان ذلك فى مجال العقيدة والعبادة والمعا ملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة فلا يزالون يتمسكون بالكتاب والسنة فى كل مجال من مجالات الوصول والفروع - فأهل الحديث يقومون بأداء واجباتهم فى نشر العلم النبوى الخالص نحو الاخرين ويدافعون عنه تحريف المتعصبين محدثات المنحرفين وتأويل الجهال - فيعرفون فى أوساط أهل الفكر بأهل الحديث فى حين وبأصحاب الحديث وبالمحمديين بالسلفيين فى أحيان أخرى.

لابد أن تفكر!

ليست هذ الدنيا مترلك الحقيقى و الأبدى فإنك سوف تبدأ حياتك الخالدة بعد موتك وتسئل يوم القيامة عن كل عمل عملته فى الدنيا فلا ينفعك ذلك اليوم الا عملك الصالح فيسعد الصالحون برضوان الله ويدخلون جنة النعيم و اما المجرمون فيصلون سعيرا وساءت مستقرا - فهل تزودت ايها الشاب لتلك الحياة الأبدية؟

التسلسلات التاريخية لجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش :

هذه حقيقة تاريخية آن آهل الحديث لعبوا دورا فعّالا بارزا فى كل زمن من الازمان وفى كل بلد من البلدان فى قمع الشرك والبذع وفى تقديم الشرع على جميع الأراء والأفكار فكان الأمر كذلك فى شبه القارة الهندية فتأسست منظمة تحمل لواء التوحيد بإسم مؤتمر أهل الحديث بشمول الهند سنة ١٩٠٦ م بعد هزيمة المسلمين فى معركة بالاكوت سنة ١٨٣١ م ثم تأسست "انجمن أهل الحديث بنغالا" سنة ١٩١٤ بكولكاتا بجهودكبار علماء بنغلاديش ثم انضمت معها ولاية آسام فتأسست جمعية أهل الحديث البنغال وآسام الشاملة سنة١٩٤٦ م تحت

إشراف العلامة محمد عبد الله الكافى القرشى صاحب شخصية فريدة ممتازة – فنفس هذه الجمعية تواصل حركتها فى نشر التوحيد الخالص بإسم جمعية أهل الحديث بنغلاديش، فجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش جمعية وحيدة نالت الموافقة والاعتماد من هذه الجمعية الأصيلة.

شبان جمع شاب وهى كلمة عربية فتأسست جمعية الشبان يوم ٢٨ ديسمبر من سنة ١٩٨٩ م فى احتماع بمسجد بنغشال ذى تراث مجيد ١ بداكا بحضرة الطلاب والشباب الذين كانوا قدموا من مختلف أنحاء البلاد فمقرها المركزى فى شارع **ناظر بازار** ومن الجدير بالذكر أن المنظمات الطلابية السلفية التى ظهرت فى مختلف الأوقات فى البلاد بعد الخمسينات فتشكلت بعد بإسم جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش.

هدفنا وغايتنا وجدول أعمالنا :

الهدف والغاية :

ابتغاء رضوان الله بتحقيق تعاليم القران والسنة فى جميع شؤون الحياه بعد الفهم الصحيح معنى الكلمة الطيبة.

وتحقيقًا لهذا الهدف السامى عندنا خمسةأنواع من جدول أعمالنا :

(الف) اصلاح العقيدة : إرشاد الناس إلى العقيدة الصحيحة أنها من أوجب الواجبات وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله و وجوب طاعة النبى ﷺ وتحكيمه فى كل أمر.

(ب) الدعوة والتبليغ : دعوة الطلبة والشباب إلى الإسلام وتربيتهم تربية سليمة كى يكونوا مسلمين حقا.

(ج) التنيم والإدارة : توحيد الطلبة والشباب المسلمين على منبر واحد لإقامة مجتمع إسلامى مؤثر

(د) التدريب والتربية : تعميم الحركة السلفية فى جميع مراحل المجتمع تحت إشراف جمعية أهل الحديث بنغلاديش عن طريق إعداد الأنصار والمؤيدين المهرة وتدريب الشبان على العلم الرصين عن اصول الإسلام وتنبيههم عن مخاطر الشرك ولبدع.

(٥) إصلاح المجتمع : بذل الجهود لإقامة المجتمع فى ضوء القران والسنة ومحاربة الخرافات والتقاليد غير الإسلامية.

منهاج وجدول أعمالنا :

تو اصل جمعية شبان أهل الحديث أعمالها ونشاطاتها على منهج حكيم بليغ أرشد اليه النبى ﷺ فتختار الطريقة المعتدلة دون طريقة التطرف ولاالتصالح فلاشرقيةفيها ولاغربية.

فى تنظيمهم فالشبان أربع مراحل فالمرحلة الأولى منها تسمى الراغب والثانية العارف والثالثةالسالك والرابعة الصالح فيعتبر العلم والخبرة مقياسا لترقية مستوى الشباب على ضوء المقررات من الدروس.

وأطوار الجمعية كذلك اربعة وهى الفرع ومخفر الشرطة والمديرية والمركز.

تقام اعمال الجمعية حسب الدستور وجدول الأعمال والمقررات التى ألفت على ضوءالقران والحديث فلا تعمل الجمعية فى قسم من أقسام الإسلام بل تعمل فى جميع شعبه من حيث انه دين البشرية كافةوتحاول دائما توطيد الصلات والروابط مع منظمات إسلامية أخرى لهدف وحدة الامة الإسلامية - وحركتنا هذه حركة ذات جذور واسخة فلا تحارب الآراء والمذ اهب الأجنبية فحسب بل تحارب لقمع الخرافات والتقاليد غير الإسلامية من المجتمع.

نداءنا :

قد تجاوزنا ألفيتين مليئتان بالأحداث والوقائع فالإنسانية الحقيقة تمر بأقسى ظروفها وأضيق أحوالها رغم أن العلوم والتكنولوجيا الحديثة قد تطورت تطورًا كبيرًا. فنظام الحياة الغربى العلمانى والثقافة المادية تعود اليه المسئولية لهذا الانحطاط.

فإنقاذًا من هذه الحالة الخطيرة تواصل الحركة السلفية جهودها فى كل بلد من البلاد بتنفيذ الشرع فى جميع مراحل حياة الفرد والمجتمع والبلاذ فتبذل جمعية الشبان نفس هذه الخدمات والجهود فى وطننا العزيز بنغلاديش تحت إشراف جمعية أهل الحديث بنغلاديش.

فنتوجه إلى الطلبة الشباب بالدعوة المخلصة النداء العام للإسهام فى تيار النهضة الإسلامية التى تدعو الناس جميعا بصراحة إلى الأمن والسلامة والصراو المستقيم.

ومن يرغب التفصيل عن جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش فعليه أن يطالع الكتب التالية بدقة :

١ - دستورجمعية الشبان

٢ - جدول العمال لجمعية الشبان

٣ - تعريف بأهل الحديث للعلامة محمد عبدالله الكافى القرشى

٤ - تذكر جمعية أهل الحديث الصادرة سنة ١٩٩٢ م و ١٩٩٩ م

٥ - مجلة عرفات الاسبوعية

٦ - الكتب و المجلات اصادرة معية أهل الحديث بنغلاديش

الناشر : قسم الطبع والنشر لجمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش، شارع ٤، ناظر بازار، دكا - ١١٠٠

التلفون والفاكس : ٩٥١٢٤٣٤-٠٢

اتذكار : ٢٠١١

الناشر
جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

المستشار الأعلى
الأستاذ الدكتور محمد إلياس على

مجلس الإستشار
الأستاذ ا.ح.م. شمس الرحمن
الأستاذ الدكتور ديوان عبد الرحيم
الأستاذ مير عبد الوهاب اللبيب
الشيخ محمد شهيد الله خان المدانى
الأستاذ محمد اسد الإسلام
الشيخ منذور خدا

رئيس التحرير
محمد عبد المتين

التحرير
محمد غلام الرحمن

هيئة التحرير
نور الأبصار
محمد عبد الله المعطى
محمد رضاء الإسلام
محمد عبد الأول
فاروق أحمد

النشر
رجب ١٤٣٢ هـ
يوليو ٢٠١١ مـ
أثار ١٤١٨ بـ

يونيك كمبيوتر : محمد ثاقب
الطبع : نمال

سعر النسخة : ٦٠ تاكا / ١٥ ريال

التذكار

المؤتمر الدولى ٢٠١١ م

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

المكتب الرئيسى : ٤، ناظر بازار لين (ماجد سردر رود)، داكا-١١٠٠

সার্বিক তত্ত্বাবধানে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ

'আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ 'আলীমুদ্দীন (রহ.)

লিখিত ও অনূদিত যুগান্তকারী গ্রন্থসমূহ

০১	আম্মাপারার তরজমা ও ভাষ্য (তাফসীর)	৩০০/-
০২	আমাদের নাবী (সা) ও তাঁর আদর্শ মূল : ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.), সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২৮০/-
০৩	রাসূলুল্লাহর (সা) সালাত আকীদা ও জরুরী মাসআলা	২৫০/-
০৪	আর্-রিসালাতুস সানিয়াহ– নামায ও উহার অপরিহার্য করণীয় (অনূদিত) মূল : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)	৬০/-
০৫	হাজ্জ উমরাহ ও যিয়ারত (অনূদিত) মূল ঃ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন বায (রহ.)	১২০/-
০৬	ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস	১০০/-
০৭	মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু : তাওহীদের তত্ত্ব ও সুন্নাহ্র গুরুত্ব	৬০/-
০৮	মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়	৮০/-
০৯	হাকীকাতুস সালাত (ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহার কিরাআত)	৪৫/-
১০	ইসলাম ও তাসাওউফ	৬০/-
১১	কিতাবুদ্ দু'আ (শুদ্ধভাবে সালাত ও দৈনন্দিন অপরিহার্য দু'আসমূহ) [তাহকীক ও তাখরীজসহ] সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
১২	খুৎবাতুত্ তাওহীদ ওয়াস্ সুন্নাহ	১২০/-
১৩	অসূলে দীন (দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ)	৮০/-
১৪	সূরা মুল্ক-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৩২/-
১৫	ইসলাম ও অর্থনীতি (বিশ্লেষণ ও সমাধান)	৬৫/-
১৬	ধর্ম ও রাজনীতি	৬০/-
১৭	মুসলিম বিশ্বে ইয়াহূদী চক্রান্ত ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	৩০/-
১৮	নতুন চাঁদ (বিভিন্ন দেশে চাঁদ উদয়ের তারতম্যের সমাধান)	১০/-
১৯	ইসলামের নামে সন্ত্রাস সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	২০/-
২০	মতবাদ ও সমাধান	৫০/-
২১	শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) [কর্মময় জীবন ও সংস্কার] সম্পাদনা : আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ	১৫০/-
২২	ঈমান ও আকীদা [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১০০/-
২৩	সিয়াম ও রামাযান [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	১৩০/-
২৪	মহান স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি প্রফেসর এ এইচ এম শামসুর রহমান	৩০০/-
২৫	মুসলিম বিশ্বে অমুসলিমদের অধিকার প্রফেসর ড. সালেহ্ হোসাইন আল-আয়েদ (সউদী আরব)	৮০/-
২৬	ইসলামী পানাহার ও আতিথেয়তা	৪০/-
২৭	ইত্তিবা'য়ে সুন্নাত [মূল : আল্লামা আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.) সউদী আরব]	৬০/-
২৮	ঈদুল আয্হা ও কুরবানী [মূল : হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী]	৮০/-
২৯	হৃদয় সম্প্রসারণ [ইমাম মুহাম্মদ বিন 'আলী আশ-শাওকানী (রহ.)]	৮০/-
৩০	বিদ'আতঃ ভয়াবহ [প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান]	৮০/-
৩১	গৃহের সৌভাগ্য নারী [আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন (রহ.)]	৩২/-
৩২	অন্তরের রোগসমূহ ও তার প্রতিকার [শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)]	---
৩৩	সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ [শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)]	---

পবিত্র রমযান উপলক্ষে বিশেষ ছাড়!

২৪ ঘণ্টার মধ্যে পার্সেলে বই পাঠানো ব্যবস্থা
ও পাইকারী ক্রেতাদের জন্য বিশেষ কমিশন

'আল্লামা 'আলীমুদ্দীন একাডেমী
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ৮৮০২-৮১২৫৮৮৮
মোবাইল : ০১৭২৬-৬৪৪০৬৭, ০১৭১২-৮৮৯৯৮০

রূপান্তর রিভার ভিউ সিটি

"যে জিনিসের মালিকানা তোমার নেই তা অন্যের নিকট বিক্রি করো না" - আল হাদীস।
আমরা জমি কিনে মালিকানায় আসার পর প্লট বিক্রি করি।

একাকালীন মূল্য পরিশোধে আকর্ষণীয় ছাড়

সহজ ও সুবিধাজনক কিস্তির সুযোগ

কাঠা প্রতি বুকিং ১০,০০০/-

প্লট সাইজ: ৩,৫,৮ও ১০ কাঠা

সরকার ঘোষিত ৪ লেন বিশিষ্ট ঢাকা মাওয়া মহাসড়কের সন্নিকটে।
মতিঝিল, সচিবালয়, বায়তুল মোকাররম সুপ্রিম কোর্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
নির্মানাধীন যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার হয়ে মাত্র ৩০ মিটিটের রাস্তা
রাজউকের ঝিলমিল ও স্যাটেলাইট সিটির নিকটে।
ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী মনোরম পরিবেশ।
দক্ষ ও অভিজ্ঞ নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও পরিবেশবিদ দ্বারা রাজউকের সকল নিয়ম মেনে লে-আউট প্লান তৈরী।
নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্তসহ স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ।

মনোরম পরিবেশ-নিরাপদ ঠিকানা

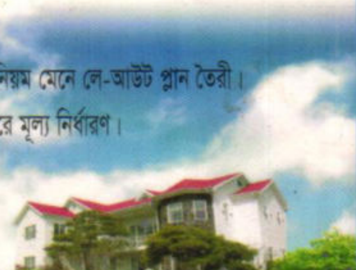

রূপান্তর গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান
রূপান্তর হাউজিং লিমিটেড
৫৫ পুরানা পল্টন, আজাদ [illegible] (৫ম তলা) ঢাকা
ফোন: ০২-৭১২৩৯০১
www.rupantorgroup.com
e-mail: rupantorgroup@gmail.com
info@rupantorcity.com

Hot line: 01926996571-81

আমাদের আছে দক্ষ প্রশাসন, নিখুত পরিকল্পনা ও পেশাগত মনোভাব।